পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 138 Sunday, 19 April, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা ✱ ৫ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার, ১৯০ এপ্রিল ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘দু টাকার নকুল দানা তার আবার মানি রিসিভ’

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ এর নির্বাচনী প্রচারে এসে দু টাকার নকুল দানার সঙ্গে তুলনা করলেন অধীর চৌধুরী এবং হয়মায়ুন কবিরকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে প্রথমে মুর্শিদাবদের ফারাক্কার প্রার্থী আমিরুল ইসলাম ও সামসেরগঞ্জ বিধানসভা সভার তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ নূর আলামের সমর্থনে সামসেরগঞ্জের আল আমান মিশন এর মাঠ থেকে ফারাক্কার জিগরি মোর পর্যন্ত রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাওনি সিংহ রায় এর সমর্থনে প্রচারে জনসভা করেন। সেখানে একদিকে যেমন বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তেমনি কংগ্রেস কেউ একহাত নেন। তিনি এদিন বলেন,দু পয়সার নকুল দানার কিনতে যদি বিল লাগে তাহলে কিছু বলার নেয়। সেই অবস্থা এখন মুর্শিদাবাদ এর কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী এবং হুমায়ুন কবিরের। এলাকাতে মানুষের সমর্থন নেয় এদিকে আবার কেন্দ্র সরকার এর দেওয়া নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপির সঙ্গে সেটিং কার। তারা যে সেটিং করে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তা বুঝতে কারোর বাকি নেয়। কিন্তু আমাদের দল কোনো সেটিং নিয়ে চলে না। তাই আমাদের নেত্রী যা কথা দেন তা রাখেন। মুর্শিদাবাদ জেলাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেয় বলে তিনি হাজারদুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়য করার কথা বলেছেন। যা আগামী দিনে পথ চলতে শুরু করবে। মুর্শিদাবাদ এর মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে যাচ্ছি মুর্শিদাবাদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ আগামীতে আমরাই করবো বলে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন আরও বলেন,এই মুর্শিদাবাদ বিধানসভাতে গত পাঁচ বছরতো আপনারা তাদের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ জানে এখানে কোনো কাজ হয়নি। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন থমকে গেছে তাদের জন্য। কেন্দ্রে তো এখানকার যিনি বিধায়ক চলেন গৌরি শঙ্কর ঘোষ তাদের সরকার আছে। কিন্তু এখান দিয়ে শুনছি দুটো ট্রেন চলে তার মধ্যে একটা সপ্তাহিক তার স্টপেজ করাতে পারেননি সেই বিধায়ক। গত বারো বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আছে। তাদের রিপোর্ট কার্ড দেখুন আর আমাদের সরকার পনেরো বছর সরকার চালাচ্ছে তাদের রিপোর্ট কার্ড দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন উন্নয়ন এর ধারা কাদের হাত ধরে বয়ে চলেছে। আমি বলছি সময় আপনাদের ,জায়গা আপনাদের,দিন আপনাদের আপনারা ঠিক করুন আমার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করার আমি রাজি আছি বলে চ্যালেঞ্জ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কংগ্রেস ,বিজেপি এবং হুমায়ুন কবিরের জন্য বলেন এর জবাব মুর্শিদাবাদ এর মানুষ দেবে আপনাদের। তাই বলি আগামী ২৩ শে এপ্রিল জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে তৃণমূলের হাত শক্ত করুন। এর আগেও মুর্শিদাবাদ যে অবদান ছিলো সরকার গড়তে আবার সেই অবদান থাকবে। তার পর জেলার সার্বিক কাজ কি ভাবে করে দেখাতে হয় তার দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে নেবো।

তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে হাওড়ায় পদযাত্রা মুখ্যমন্ত্রীর

জনজোয়ারে ভাসলো হাওড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,১৮ এপ্রিল ঃ তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে শরৎ সদনের সামনে থেকে পিলখানা পর্যন্ত পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী, জনজোয়ারে ভাসলেন তিনি। হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেল ৫-১২ নাগাদ হাওড়া ময়দান শরৎ সদনের মেইন গেটের সামনে থেকে শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা। এরপর হাওড়া ময়দান, ফাঁসিতলা, বাঙালবাবু ব্রিজ হয়ে হরিমোহন বোস রোড, গুলমোহর, ডবসন রোড, অবনী দত্ত রোড, পিলখানা হয়ে জিটি রোডে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। এদিন পিলখানা মোড় জিটি রোড ক্রসিং পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই পদযাত্রায় কার্যত আছড়ে পড়ে ভীড়। মমতার পদযাত্রায় পা মেলান মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরূপ রায়, উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম চৌধুরী, শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি, বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি। এদিন মমতাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের আবেগ উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দু'ধারে অপেক্ষমান মানুষ মমতাকে দেখে হাত নাড়েন। 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। মুখ্যমন্ত্রীও করজোড়ে তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা জানান। রাস্তার ব্যারিকেডের ধারে অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে হাত মেলান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ব্যারিকেডের ওপার থেকে প্রিয় 'মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরতে মহিলা ও শিশুদের প্রবল উৎসাহ দেখে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অনেক জায়গায় তাঁদের দিকে এগিয়ে যান। মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখে মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের দিকে হাতজোড় করে পাল্টা শুভেচ্ছা জানান। বহুতল বাড়ির ছাদ, ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকেও বহু মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের পদযাত্রার সাক্ষী থাকেন। অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মুঠোফোনে ধরে রাখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন পদযাত্রায় পা মেলান কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক। মিছিল যত এগিয়েছে ততই বেড়েছে ভিড়ের বহর। রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষ বিশেষত মহিলাদের ভিড় উপচে পড়ে। ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খায় পুলিশ প্রশাসন।

বিরোধীরা তাদের ভুলের ফল ভোগ করবেঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ এপিরল ঃ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, যারা এই বিলের বিরোধিতা করেছে বা এতদিন বিলম্ব ঘটিয়েছে, তারা বড় ভুল করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক পরিণতি ভোগ করতে হবে। জাতীয় সংসদে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আইন নারীদের ক্ষমতায়নের পথে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং এমন একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। মহিলা সংরক্ষণ বিল, যা সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত একটি বিষয়। বর্তমান সরকার এই বিলের পাস করানোর ক্ষেত্রে নিজেদের প্রধান ভূমিকা তুলে ধরছে। তবে বিরোধী দলগুলি বাস্তবায়নের সময়সীমা, সীমা নির্ধারণ এবং কাঠামোগত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা বহুবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার বাস্তবায়নে বিলম্ব রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেরই প্রতিফলন, এবং বর্তমান সরকার সেই দায়িত্ব নিয়ে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছে। বিরোধীরা ভুল করেছে, এবং তাদের তার ফল ভোগ করতেই হবে-এই মন্তব্য করে তিনি বিষয়টিকে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও বিচারবোধের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর এই বক্তব্যে শাসকদলের সদস্যরা সমর্থন জানালেও বিরোধীরা পাল্টা অভিযোগ করে যে, সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তুলে ধরেন, যা সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও দেশের অগ্রগতির জন্য শাসন ব্যবস্থায় .নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি এবং সংরক্ষণ নীতি এই পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিলকে ঘিরে নতুন করে জোর দেওয়া এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ভারতের রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এখনও তুলনামূলকভাবে কম। তাই এই ধরনের আইনগত পদক্ষেপকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনমূলক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সমর্থকদের মতে, সংরক্ষণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিক বাধাগুলি দূর করতে সাহায্য করবে, যা এতদিন নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এই বিল কার্যকর হলে বিভিন্ন দল ও অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নারী নেতৃত্ব উঠে আসবে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি জানিয়েছে, তারা নারীর ক্ষমতাযনের পক্ষে থাকলেও বাস্তবাযনের কাঠামো আরও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রশাসনিক বা নির্বাচনী জটিলতা তৈরি না হয়। তারা সীমা নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও কার্যকর করার সময়সীমা নিয়ে আরও স্পষ্টতা দাবি করেছে। ফলে, এই বিল নিয়ে বিতর্ক এখন বৃহত্তর রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একদিকে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে ঐকমত্য থাকলেও, অন্যদিকে তা বাস্তবাযনের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য স্পষ্ট। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় এগোতে থাকায় এই বিল এখন জনমানসে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। অনেকেই একে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার হিসেবে দেখছেন, যার বাস্তবায়ন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্বে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

মোদি সরকারকে চ্যালেঞ্জ প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৮৮ এপ্রিল ঃ মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে ফের তীব্র বিতর্ক শুরু হযেছে। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে দাবি করেছেন, ২০২৩ সালে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিল অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, বিল পাশ করিয়ে তা কার্যকর না করা হলে তা শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতাই নয়, বরং মহিলাদের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রিযাঙ্কা গান্ধী অভিযোগ করেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে লোকসভায় আসন বৃদ্ধির একটি ‘ করেছিল কেন্দ্র সরকার, যা বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ফলে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি দাবি করেন, এই ঘটনায় প্রথমবার বড় ধাক্কা খেল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। সেই কারণেই এই দিনটিকে বিরোধীরা ‘আচ্ছে দিন’ হিসেবে চিহ্নিত করছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, ২০২৩ সালে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছিল, সেটি নিয়ে সরকার শুধু রাজনৈতিক প্রচার করেছে, কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করার কোনও সদিচ্ছা দেখায়নি। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই-অবিলম্বে এই বিল কার্যকর করা হোক, আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করব। তিনি আরও দাবি করেন, সংসদে সংবিধান সংশোধনকারী বিল আনার পর ভোটাভুটিতে এনডিএ সরকার বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। গত ১২ বছরে এই প্রথমবার এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হযেছে সরকার। বিরোধী জোট এই ঘটনাকে ‘ বড় জয়’ হিসেবে তুলে ধরছে এবং এটিকে নিজেদের ঐক্যের ফল বলেই প্রচার করছে। প্রিয়াঙ্কা বলেন, গতকালের ঘটনা প্রমাণ করেছে, গণতন্ত্র এখনও বেঁচে আছে। সরকার গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিরোধীদের ঐক্যের সামনে তা সফল হয়নি। মহিলাদের নাম ব্যবহার করে রাজনৈতিক লাভের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দেশের মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি আগে থেকেই একটি কৌশল তৈরি করেছিল। তাঁর মতে, বিলটি যদি পাশ হয়ে যায়, তাহলে সরকার কৃতিত্ব নেবে, আর যদি তা না হয়, তাহলে বিরোধীদের ‘ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হত। তবে তাঁর দাবি, দেশের মহিলারা এখন এত সহজে বিভ্রান্ত হন না এবং এই ধরনের রাজনৈতিক কৌশল আর কাজ করবে না। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সংসদের দুই কক্ষেই ‘ শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ নামে পরিচিত মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছিল। সেই বিলে বলা হযেছিল, জনগণনার পর আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন করা হবে এবং তার পর লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার সেই মূল কাঠামো থেকে সরে এসে নতুনভাবে বিষযটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। প্রিয়াঙ্কার দাবি, জনগণনার আগে আসন বৃদ্ধি এবং ডিলিমিটেশনকে সংযুক্ত করে বিল কার্যকর করতে দেরি করানো হচ্ছে। এর ফলে বাস্তবে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হওযার সম্ভাবনা আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বিজেপি বুঝতে পেরেছিল যে, এই মুহূর্তে ডিলিমিটেশন করা সম্ভব না হলে ২০২৯ সালের আগে তা আর হবে না। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে তারা এই বিষয়টিকে জটিল করে তুলছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একদিকে বিরোধী দলগুলি তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করছে এবং দ্রুত বিল কার্যকরের দাবি জানাচ্ছে, অন্যদিকে শাসকদল এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মহিলা সংরক্ষণ বিল দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। যদিও সব দলই নীতিগতভাবে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাযনের পক্ষে, কিন্তু বাস্তবাযনের পদ্ধতি এবং সমযসীমা নিয়ে মতপার্থক্য বরাবরই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সরাসরি চ্যালেঞ্জ এবং আক্রমণাত্মক অবস্থান বিষযটিকে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

প্রথম দফার ভোটে ‘লক্ষ্মণরেখা কৌশল, স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে মাঠে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোট যত ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে কড়াকড়ি বাড়াচ্ছে বারতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ভোটপর্বকে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ করতে কমিশন একাধিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যেই সবচেয়ে. আলোচিত উদ্যোগ হল পোলিং বুথকে ঘিরে ‘ টানার সিদ্ধান্ত, যা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি পোলিং বুথের চারপাশে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে সাদা চক দিযে.একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত আঁকা হবে। এই বৃত্তই কার্যত ‘ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ-এই সীমার মধ্যে শুধুমাত্র ভোটারদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে। কোনও রাজনৈতিক কর্মী, সমর্থক বা অপ্রয়োজনীয় ভিড় যাতে বুথের আশপাশে জমাযেত হতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে। অতীতে বুথ দখল, ভোটারদের প্রভাবিত করা বা ভয় দেখানোর মতো অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই ‘ বাইরের অংশে অবস্থান করবেন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। তাঁদের কাজ হবে ভোটারদের প্রাথমিক নথি যাচাই করা এবং সঠিকভাবে ভোটারদের বুথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া। অন্যদিকে, বুথের ভেতরে আরও একটি নিরাপত্তা স্তর তৈরি করা হবে। সেখানে আলাদা টেবিলে ভোটারদের পরিচযপত্র এবং অন্যান্য নথি পুনরায় যাচাই করা হবে। এই বহুস্তরীয় যাচাই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল ভুয়ো ভোটারদের প্রবেশ রোধ করা এবং ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ভোটার স্লিপ বিতরণ নিয়েও কমিশন এবার অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে স্লিপ পৌঁছে দিতে হবে। কোনও ভোটার যদি স্লিপ না পান, তাহলে সেই তথ্য প্রিসাইডিং অফিসারদের নথিভুক্ত করতে হবে। কেন ওই ভোটার স্লিপ পাননি, তার সুনির্দিষ্ট কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। এমনকি ভোটের দিন যদি কোনও ভোটার কেন্দ্রে এসে জানান যে তিনি স্লিপ পাননি বা বিতরণের সময় বাড়িতে ছিলেন না, তাহলে তাঁর কাছ থেকেও ব্যাখ্যা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কমিশন স্পষ্ট করেছে, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ভোটার তালিকার সঙ্গে নাম ও ছবির মিল খতিয়ে দেখেই। এই পদক্ষেপগুলি থেকে স্পষ্ট যে নির্বাচন কমিশন কোনও ধরনের অনিয়ম বা গাফিলতি বরদাস্ত করতে রাজি নয়। অতীতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি, হিংসা এবং কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেভাগেই কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে কমিশন, যাতে ভোটের দিন কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি না হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও কমিশন অত্যন্ত কড়া বার্তা দিয়েছে।

বেলডাঙা কাণ্ডে ধাক্কা এনআইএ-র চার্জশিট না দেওয়ায় জামিন ১৫ জনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃমুর্শিদাবাদের বহুল আলোচিত বেলডাঙ্গা কাণ্ডে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ বড় ধাক্কার মুখে পড়ল। নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট বা প্রমাণসহ রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষ এনআইএ আদালত ১৫ জন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে। এই সিদ্ধান্তে মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মোট ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৫ জনকে জামিন দিয়েছে আদালত। বাকি ২০ জন এখনও বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে। জামিন মঞ্জুর করেছেন বিশেষ এনআইএ আদালতের বিচারক সুকুমার রায়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রত্যেক জামিনপ্রাপ্ত অভিযুক্তকে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দিতে হবে এবং একাধিক শর্ত মানতে হবে। আদালতের শর্ত অনুযায়ী, জামিনপ্রাপ্তদের তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে তাঁদের সঠিক যোগাযোগ নম্বর জমা রাখতে হবে। পাশাপাশি, তদন্তে প্রয়োজনে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে এবং মামলার প্রতিটি শুনানির দিনে আদালতে শারীরিকভাবে হাজির থাকতে হবে। এই শর্তগুলি না মানলে জামিন বাতিলের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, কারণ এত বড় সংবেদনশীল মামলায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে না পারা তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে গত জানুারি মাসে, যখন মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, ওই শ্রমিককে ঝাড়খণ্ডে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার পর বেলডাঙা এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভের সময় রেলপথ ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। পাশাপাশি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগও ওঠে। এমনকি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং দফায় দফায় ধরপাকড় শুরু হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে চাপা উত্তেজনা বজায় ছিল। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় এনআইএ-এর হাতে। এরপরই এনআইএ ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতের নির্দেশে তাদের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। তদন্ত শুরু হলেও দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও আদালতে উল্লেখযোগ্য কোনও প্রমাণ বা চার্জশিট জমা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে। বিচারক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় নির্ধারিত ৯০ দিনের পর আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের জামিন পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ফৌজদারি মামলায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট না দিলে অভিযুক্তদের জামিন পাওয়া একটি স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া। তবে এত বড় ও সংবেদনশীল মামলায় তদন্তের এই ধীরগতিকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

বিজেপিকে ‘উন্মোচিত’ বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,উত্তপ্ত বঙ্গ রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ঘিরে ফের তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দান। কেন্দ্রের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি-এর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, মহিলা ক্ষমতায়নের নামে বিজেপি আসলে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করছে এবং প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়নের কোনো স্থায়ী রূপরেখা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি জনসভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, বাস্তব পরিবর্তনের কোনো সদিচ্ছা নেই। তিনি সরাসরি মন্তব্য করেন যে বিজেপির আসল উদ্দেশ্য জনগণের সামনে ধরা পড়ে গেছে এবং তারা উন্মোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, মহিলা সংরক্ষন বিলটি দীর্ঘদিন ধরে ভারতের রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হল সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভায় নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যায়। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই ধারণাকে সমর্থন জানালেও, বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সময়সীমা নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, শুধু আইন পাস করলেই নারীর ক্ষমতাযন সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর মতে, প্রকৃত ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাস্তব সুবিধা পান। তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প চালু করেছে, যা সরাসরি গ্রামীণ ও শহুরে মহিলাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতার এই বক্তব্য আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে নারীদের ভোটব্যাংক দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনী ফলাফলে বড় ভূমিকা রাখে। তাই নারী-সম্পর্কিত যেকোনো ইস্যুই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিতর্ক ভোটের আগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বারবার নারী-সম্পর্কিত নীতিগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত বাস্তবায়নের বদলে শুধু ঘোষণা এবং প্রচারেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এই ধরনের উদ্যোগ। তিনি বলেন, মানুষ এখন সচেতন, তারা আর শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে না। অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে কেন্দ্র সরকার নারী ক্ষমতায়নের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। তাদের মতে, বিরোধীরা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এই বিষয়টিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিতর্ক শুধুমাত্র একটি আইনি বিষয় নয়, বরং এটি এখন একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অংশ হয়ে উঠেছে। একদিকে কেন্দ্র নারী ক্ষমতাযনের নীতি তুলে ধরছে, অন্যদিকে রাজ্য নেতৃত্ব সেই নীতির বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই বেশ উত্তপ্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। বিশেষ করে নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে নানা প্রতিশ্রুতি ও প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। ফলে মহিলা সংরক্ষণ বিল এখন শুধুমাত্র একটি আইন নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতীকী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হযেছে-তিনি রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পগুলিকে কেন্দ্রের নীতির বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে কাজ করছে, যেখানে কেন্দ্রীয় নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রে কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ধরনের বক্তব্য আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। একদিকে কেন্দ্রের শাসক দল নিজেদের উন্নয়ন ও নীতিগত সাফল্য তুলে ধরছে, অন্যদিকে বিরোধীরা সেই নীতির বাস্তব প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। নারী ভোটারদের ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ইস্যুটি রাজনৈতিক প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসা স্বাভাবিক। শিক্ষা, নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক উন্নয়ন-এই সব বিষয়ই এখন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, মহিলা সংরক্ষণ বিল ঘিরে এই নতুন রাজনৈতিক সংঘাত শুধু একটি নীতিগত বিতর্ক নয়, বরং এটি আগামী নির্বাচনের কৌশলগত লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ এবং বিজেপির পাল্টা অবস্থান-দুই পক্ষই এখন এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্ত করার চেষ্টা করছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নারী-সম্পর্কিত ইস্যু আরও বড় আকার ধারণ করছে, যা আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচারের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট আগামী মাসের ৮ মে প্রকাশিত হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮এপ্রিল ঃ পরীক্ষা শেষের ৮৫ দিনের মাথায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশ করতে চলেছে মাধ্যমিকের ফল। গত শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছেন যে, আগামীমাসের ৮ই মে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে। এবছর পরীক্ষায় বসেছিল ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছিল।

২৪ আসন জিতে টিটিএএডিসি দখলে তিপ্রা মথা, বিজেপি সীমাবদ্ধ ৪-এ

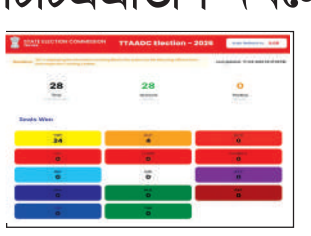

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনে ইতিহাস গড়ল তিপ্রা মথা পার্টি। শুক্রবার ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফলে ২৮টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসন জিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে দলটি।অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মাত্র চারটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সিপিআই(এম), কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্বাচনে কার্যত কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।এই ঐতিহাসিক জয়ের পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা রাজপরিবারের উত্তরসূরি প্রদ্যোত কিশোর মানিক্য দেববর্মা। তিনি বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই জয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক সাফল্য নয়, এটি মানুষের আস্থা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। সেই কারণে এই জয়ের সঙ্গে দায়িত্ব, সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।তিনি স্পষ্টভাবে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, যেকোনও ধরনের অশান্তি তিপ্রাসা তথা আদিবাসী সমাজের ক্ষতি করবে। জয়-পরাজয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অংশ, কিন্তু তা যেন আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি না করে।প্রদ্যোত সকল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজয়ের প্রকৃত অর্থ হল ভালোবাসা, ঐক্য এবং সম্মিলিত উন্নয়ন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা।উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ২৮টি আসনে ১৭৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রায় ৮৩ শতাংশ ভোটার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন, যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাজ্যের ১৭টি গণনা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোট গণনা শুরু হয়। নির্ধারিত নিয়ম মেনে প্রথমে ভিভিপ্যাট স্লিপ যাচাই এবং পরে ইভিএম-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত গণনা সম্পন্ন হয়।

লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ এপ্রিল অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছিল সংসদের তিনদিন ব্যাপী বিশেষ অধিবেশন। মহিলা সংরক্ষণ বিল-সহ তিনটি বিল নিয়ে সংসদের এই বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা হয়। মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। শুক্রবার তার উপর ভোটাভুটি হয়। কিন্তু, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩১-তম সংশোধনী বিল লোকসভায় পাস হয়নি। বিল নিয়ে ভোটাভুটির সময়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হওয়ায় তা পাশ করা সম্ভব হয়নি। শনিবার পর্যন্ত সংসদের বিশেষ অধিবেশন চলার কথা ছিল। কিন্তু, এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

তৃণমূল ও কংগ্রেস দুই দলই মহিলা বিরোধী, দাবি রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী, ১৮ এপ্রিল ঃ তৃণমূল ও কংগ্রেস মুখে যতই মহিলাদের সুরক্ষা, মহিলাদের সুযোগ সুবিধার কথা বলুক না কেন, তাঁরা যে মহিলা বিরোধী দল আরও একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ায় তৃণমূল ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন তিনি। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীর বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী কর্মসূচিতে আসেন রাহুল সিনহা। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, একসময় রাজীব গান্ধী এই মহিলা সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন, আর এখন তাঁর ছেলে সেই মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে। এটা লজ্জার। এই তৃণমূল ও কংগ্রেস নিজেদের যতই মহিলাদের দল বলে গলা ফাটাক না কেন এঁরা মহিলা বিরোধী তা আরও একবার প্রমানিত হয়েছে। এছা।াও পাঁচ বিএলও-কে সাসপেন্ড করা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়েও মুখ খোলেন রাহুল সিনহা। পাশাপাশি সারা রাজ্যে এবার গেরুয়া ঝড় উঠবে বলে দাবি করেন তিনি। এই বাসন্তী কেন্দ্রও বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দার জিতবে বলে দাবি করেন রাহুল সিনহা।

ঐতিহ্য একটি দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রাচীন সভ্যতার জীবন্ত পরিচয়ঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সস্থা), ১৮ এপ্রিল ঃ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শনিবার দেশজুড়ে বিশ্ব হেরিটেজ দিবস পালিত হচ্ছে। প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও বিগত দিনের ঐতিহ্যবাহী স্থান, ভবন, স্মৃতি স্তম্ভ, কীর্তি স্তম্ভ, মিনার যা ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে, সেই সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য হেরিটেজ সংরক্ষণ ও হেরিটেজ সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ঘটানোই দিনটি পালনের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ১৮ এপ্রিল দিনটি বিশ্ব হেরিটেজ দিবস হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করা হয়।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এই উপলক্ষ্যে এক বার্তায় জানান, ভারতের মাটির ঐতিহাসিক সম্পদ, স্থাপত্যের নিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ঐতিহ্য একটি দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রাচীন সভ্যতার জীবন্ত পরিচয়। দেশকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বালিতে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য হোম-ভোটিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,বালি,১৮এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজলভ্য করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রবীণ নাগরিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের কথা মাথায় রেখে এবারেও বাড়ি গিয়েই ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত শুক্রবার থেকে বালি বিধানসভাতেও নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য হোম-ভোটিং শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বাড়িতে গিয়ে কড়া নিরাপত্তায় শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় অনেকেই যাঁরা বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভোটকেন্দ্রে এতদিন যেতে পারতেন না, তাঁরাও এবার এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেলেন। মূলত ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স্ক ভোটার এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই হোম-ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ভোটকর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রয়েছেন।

দিল্লিতে ২০০ নতুন ইলেকট্রিক বাসের সূচনা, আন্ত ঃরাজ্য রুটেও পরিষেবা শুরু

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৮ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে গণপরিবহণকে আরও পরিবেশবান্ধব করতে ২০০টি নতুন ইলেকট্রিক বাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। গত শুক্রবার পূর্ব বিনোদ নগর ডিপোতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই বাসগুলিকে সবুজ সংকেত দেখান।এই সঙ্গে দিল্লি-রোহতক আন্ত ঃরাজ্য বাস পরিষেবারও সূচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মদনপুর খাদারে বাস টার্মিনালেরও নতুন বাস উদ্বোধন এবং ডিটিসি-র প্রশাসনিক ভবনেরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী ডঃ পঙ্কজ কুমার সিং।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজধানীকে সবুজ, স্মার্ট ও দূষণমুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। নতুন বাস যুক্ত হওয়ায় ডিটিসি বহরের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৬৩০০-তে পৌঁছেছে। বর্তমানে দিল্লিতে ৪৫০০-র বেশি ইভি বাস চলাচল করছে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে তা ৭০০০-এ পৌঁছানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দিল্লি-রোহতক রুটে বাস চলবে আইএসবিটি কাশ্মীরি গেট ও পীরাগড়ি চক হয়ে, যার মধ্যে টিকরি বর্ডার,বাহাদুরগড়, রোহাদ, সাম্পলা এবং রোহতক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ থাকবে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে হজযাত্রার প্রথম দলে ৪৩১ যাত্রী সৌদি আরবে রওনা

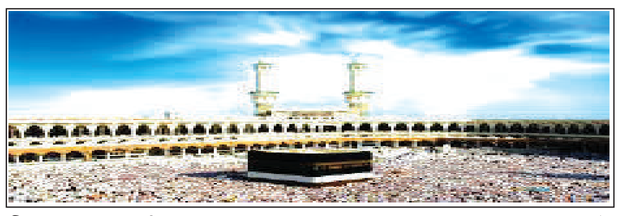

শ্রীনগর, ১৮ এপ্রিল ঃ হজযাত্রার জন্য জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৪৩১ জন তীর্থযাত্রীর প্রথম দল শনিবার সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দিল।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দলে ২৩০ জন পুরুষ ও ২০১ জন মহিলা রয়েছেন। তাঁরা তিনটি পৃথক উড়ানে যাত্রা করেন। যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে বেমিনার হজ হাউসে পরিবহণ, ব্যাগ-পত্র ও নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা আগে থেকেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে হজ হাউসের বাইরে ভিড় করেন শতাধিক পরিবার-পরিজন। আবেগঘন পরিবেশের মধ্যেই যাত্রা শুরু হয় তীর্থযাত্রীদের। উল্লেখ্য, চলতি বছরে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে মোট ৪,৭৬৪ জন হজযাত্রী এই পবিত্র সফরে অংশ নেবেন বলে খবর সূত্র জানা যায়।

মোদীর পতন শুরু হয়ে গিয়েছে, দিল্লি দখলের বার্তা দিয়ে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ১৮ এপ্রিলঃ মহিলা বিল নিয়ে সংসদে কেন্দ্র যে ধাক্কা খেয়েছে, তাকে কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'বিজেপির পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপিকে আমরা হারিয়েছি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো নেই। অন্যের সমর্থনে কুর্সিতে বসে আছে। সব যাবে।'' মমতার শনিবারের প্রথম জনসভা ছিল হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। এদিন উলুবেড়িয়া পূর্বে পাঁচলা নেতাজি সঙ্ঘের মাঠে জনসভা করেন তিনি।নির্বাচনী জনসভায় মমতা বলেন, দেশ ভাগ করতে চেয়েছিল। বিল এনে মহিলাদের আসন দিতে হয় না আমাদের। লোকসভায় নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ৩৬ শতাংশ। রাজ্যসভায় ৪৬ শতাংশ। এমন আর কোথাও নেই। বিজেপির শিক্ষা নেওয়া উচিত। মহিলা সংরক্ষণের জন্য ৯৮ সাল থেকে আমি লড়ছি।'' তৃণমূলের কর্মীদের এদিন ভোটের মেশিন ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার বার্তা দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, ' সব বোতাম টিপে পরীক্ষা করে দেখবেন, ঠিক জায়গায় ভোট পড়ছে কি না। কোনও মেশিন খারাপ হলে তাতে ভোট করতে দেবেন না। যত ক্ষণ না নতুন মেশিন আনা হচ্ছে। না হলে চিপ ঢুকিয়ে দেবে। নিজের ভোট নিজে দেবেন।''

নতুন করে ৪৬৬০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র তৈরি

কলকাতা,১৮এপ্রিলঃভোটের মুখে নির্বাচন কমিশন নতুন করে ৪৬৬০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র তৈরি করায় পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ল।। এর ফলে রাজ্যে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৫ হাজার ৩৭৯। ভোটারদের সুবিধার্থেই ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি অতিরিক্ত বুথে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভোটারদের যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বুথে বিদ্যুৎ পরিষেবা, শৌচালয় এবং পানীয় জলের বন্দোবস্ত দেখতে বলা হয়েছে ।কমিশন গত ৪ এপ্রিল ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধি এবং সহায়ক বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিল। এ বার তা কার্যকর করা হল। যে সমস্ত বুথে ভোটারের সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সহায়ক বুথ তৈরি করা হচ্ছে। যাতে একটি ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত ভোটারের চাপ না পড়ে। নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরির নিয়মগুলি এ ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে মানতে বলা হয়েছে। রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল। ওই দফায় প্রধান বুথ রয়েছে ৪১ হাজার ৪১৮টি। সহায়ক বুথ তৈরি করা হয়েছে ২৯৬০টি। মোট ৪৪ হাজার ৩৭৮টি বুথে প্রথম দফায় ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় মোট বুথের সংখ্যা ৪১ হাজার ১টি। তার মধ্যে প্রধান বুথ ৩৯ হাজার ৩০১টি এবং সহায়ক বুথ থাকছে ১৭০০টি।

গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে (সিআর পার্ক নামে যা পরিচিত) দুস্কৃতীদের দাপট ক্রমশই বাড়ছে। এ বার সেখানে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটল। হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন নিহতদের এক আত্মীয়। ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, নিহতেরা হলেন রাকেশ সুদ (৬২)

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কঠোর নির্দেশিকা সিইও দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান নিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে একাধিক অভিযোগ আসছে। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে। ভোটকর্মীদের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে সবাই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারছেন না। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পোস্টাল ব্যালট ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা আরও জোরদার করতে হবে।১৭ এপ্রিল জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভোট কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পোস্টাল ব্যালট কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত সুবিধার অভাবের বিষয়টি সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে পরিকল্পনা জোরদার করতে এবং পি-৩ থেকে পি-১ দিনের মধ্যে ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার ও ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সমস্ত প্রোটোকল মেনে ব্যালট সংরক্ষণ ও ভোটগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি অত্যাচার করছে, জনতা সতর্ক থাকুন, কোচবিহারের সভায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান এখন তুঙ্গে। এই আবহে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের ঘোজডাঙ্গায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মনের সমর্থনে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল।জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন বিরোধী নেতা- যাঁদের মধ্যে উদ্ধব ঠাকরে, অখিলেশ যাদব, এম.কে. স্ট্যালিন এবং তেজস্বী যাদব রয়েছেন-তাঁরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, সব বিরোধী নেতাই একমত যে বাংলায় বিজেপি বর্তমানে চরম অত্যাচার চালাচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির হাতে বুথ স্তরে কাজ করার মতো পর্যাপ্ত কর্মী নেই। তাই তারা কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখিয়ে বা ফর্ম ফিল-আপ করিয়ে লোক বসানোর চেষ্টা করছে। তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি নির্বাচনের সময় টাকার জোরে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একে সীমানা পুনর্নির্ধারণের (ডিলিমিটেশন) সঙ্গে যুক্ত করা আসলে একটি গভীর ষ।যন্ত্র। এর মাধ্যমে রাজ্য বিভাজন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে।নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে, যারা সাধারণ মানুষকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলছে, তাদেরই ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এছাড়াও বিজেপির ' মাতৃশক্তি কার্ড' নিয়ে সমালোচনা করে তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন। তিনি আবেদন জানান যে, কোনও ফর্মেই যেন কেউ নিজের মোবাইল নম্বর বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করেন।আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রশাসনিকভাবে এর দায়িত্ব তাঁর হাতে না থাকলেও, ভবিষ্যতে এটি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

পুণে বিমানবন্দরে বাতিল একাধিক উড়ান

পুণে, ১৮ এপ্রিল ঃ শুক্রবার গভীর রাতে মহারাষ্ট্রের পুণে বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানের ' হার্ড ল্যান্ডিং'-এর জেরে সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় রানওয়ে। এর জেরে একাধিক বাণিজ্যিক উড়ান বাতিল হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ডিরেক্টর জানান, এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের পরিষেবায়।শনিবার সকালে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইন্ডিগোর মোট ৬৫টি উড়ান বাতিল হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার ৬টি উড়ান বাতিল হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আপনার কাজে। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে মিল রেখে চলা আপনার জন্য লাভজনক হবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল দিন, বিশেষ করে মানসিক শান্তির জন্য কিছুক্ষণ মেডিটেশন বা যোগাসন করার চেষ্টা করুন। ।

বৃষঃ ধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। আজ, আপনি একটি দলের কোনও ব্যক্তির মুখোমুখি হতে পারেন যিনি আপনাকে আপনার অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন।

মিথুনঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে পারে।

কর্কট রাশি ঃআজকের দিনটা কর্কট রাশির জন্য আবেগের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি পরিবারের আর কাছের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন। ভালবাসা আর সদিচ্ছা বাড়ানোর সময় এটা। শুভ দিন হবে

সিংহঃ আপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে। আপনি আপনার প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে।।

কন্যাঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। অর্থ ব্যয়

তুলাঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক। আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবে। অর্থের ব্যয়।

বৃশ্চিকঃঘরের উত্তেজনা আপনাকে ক্রুদ্ধ করবে। সেগুলি চেপে রাখা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যা বাড়াবে। শারীরিক কাজকর্মের সাথে এটির হাত থেকে মুক্তি পান। সবথেকে ভালো হয় বিরক্তিপূর্ণ পরিস্থিতিটি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে। অর্থ ব্যয়।

ধনুঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। ব্যবসায় লাভ হতে পারে আজ। শুভ দিন।

মকরঃ আজকের দিনটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজকে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন।

কুম্ভঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। যদি আপনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় না কাটান তাহলে আপনি বাড়িতে সমস্যা আশা করতে পারেন।

মীনঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার গার্হস্থ্য ঘটনা কিছুটা অনিশ্চিত হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে ।অর্থ ব্যয়

আবহাওয়া

ফের তীব্র গরমের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রার পারদ চড়বে কলকাতাতেও। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার জন্য পশ্চিমের বেশ কয়েকটি জেলায় সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে দুই জেলায়। আগামী সাত দিন সেখানে তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, ১৮ এপ্রিলের পর থেকে ফের শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি হলেও, তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছিল আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে। শনিবার সকালেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে শনিবার আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৮-মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল যাচ্ছেন জেলা প্রদর্শনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ এর আগে বেশ ধনি রাজনৈতিক নেতারা হেলিকোপটারে করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন ভোট প্রচারে। এবার বিস্তর টাকা খরচ করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট প্রস্তুতি পরিদর্শনে যাচ্ছে সি ই ও। রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। এতদিন সড়কপথে যাতায়াত করছিলেন তিনি। তাতে সময় বেশ খানিকটা বেশিই লাগছিল। এবার হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন সিইও, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। হাতে সময় কম। তার আগে আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল একাধিক জেলায় যাবেন সিইও। জানা গিয়েছে, এই দু'দিনে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে যাবেন। ভোটপ্রস্তুতি নিজে সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। এই জায়গাগুলিতে কপ্টারে চড়েই পৌঁছবেন তিনি। সাধারণত নির্বাচনী প্রচারে দ্রুত যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন নেতা-মন্ত্রীরা। এবার সেই পথেই হাঁটলেন সিইও। বলে রাখা ভালো, বাংলার ভোটে অশান্তি ঘটে না তা একেবারে বলা যাবে না। বোমাবাজি থেকে খুন , এমন নানা বড় ঘটনার সাক্ষী থাকে বহু জায়গা। একুশের নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। বিশেষত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহে একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটে। যদিও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ভোট কিংবা ভোট পরবর্তী হিংসায় একজনেরও প্রাণহানির খ বর পাওয়া যায়নি। ছাব্বিশের নির্বাচনে চব্বিশের সেই ধারা বজায় রাখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন।

মহিলা ভোটারকে হুমকি দিয়ে বিপাকে বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ একেবারে নিয়ম মেনে কৌস্তভ এই অভিযোগ অস্বীকার করছেন। জানা যাচ্ছে, ভোট প্রচারে বের হয়ে কোন মহিলা ভোটারকে কৌস্তভ - কাকে ভোট দেবেন জানতে চান। সেই ভোটার তা বলতে অস্বীকার করলেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটবাক্সে মানুষ যোগ্য জবাব দেবেন বলেই আশাবাদী তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী। এদিকে জানা যাচ্ছে, মহিলা ভোটার টিটাগড় থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই ভোটপ্রচারে বেরচ্ছেন কৌস্তভ বাগচী। শনিবারও ভোটপ্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। নিজের বিধানসভা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করছিলেন। এক মহিলার দাবি, বিজেপি প্রার্থী বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে প্রশ্ন করেন এবার কাকে ভোটে দেবেন। তিনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী তৃণমূলের কথা বলেন। তাতেই নাকি বেজায় চটেন বিজেপি প্রার্থী। হুমকি দিতে শুরু করেন। আগামী ৪ মে, ভোটের ফলপ্রকাশের পর তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই মহিলা। সোজা টিটাগড় থানায় যান। বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেন। যদিও বিজেপি প্রার্থী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, 'এসব একেবারে ভুয়ো অভিযোগ। আমি বাড়ি বাড়ি প্রচার করছিলাম। ওই মহিলার বাড়িও গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম আমাদের ভোট দিতে। উনি তৃণমূল সমর্থক বলেই বুঝতে পারি। আমাকে নানা প্রকল্পের কথা বলতে থাকেন। আমি বলেছি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই ভোট দিন। তবে কেউ বাড়িতে আসলে, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না।'

জরুরী ভিত্তিতে পাইপ লাইন সংস্কারের কাজ শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ জরুরী ভিত্তিতে ফেটে যাওয়া পাইপ সংস্কারের কাজ শুরু করল পি এইচ ই দপ্তর। টোপা ড্রেনেজ খালের উত্তর দিকের বাঁধ পথশ্রী চার প্রকল্পে পিচ রাস্তা তৈরির কারণে রাস্তার নিচ দিয়ে যাওয়া পাইপ লাইন ফাটিয়ে দেয় রাস্তার কাজে নিযুক্ত জেসিবি মেশিন। ফলস্বরূপ প্রায় মাসাধিক কাল ধরে কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি গ্রামে বন্ধ রয়েছে পি এইচ ই প্রকল্পের জল সরবরাহ। গতকালই এ বিষয়ে ব্লক জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা শাসক/মহকুমা শাসক/ব্লক উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান,স্মারকলিপি পাওয়ার পর পরই জেলা শাসকের নির্দেশে পি এইচ ই প্রকল্পের অধীনস্থ ঠিকাদার সংস্থা ফেটে যাওয়া পাইপ সংস্কারের কাজে হাত দেয়। আগামী তিন/চার দিনের মধ্যেই জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনী আবহে বেহালায় চাঞ্চল্য, সরশুনায় রক্তাক্ত যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল এক রহস্যময় মৃত্যুকে ঘিরে। সরশুনা অঞ্চলে বাড়ির অদূরে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। মৃতের নাম ভোলানাথ বিশ্বাস, বয়স আনুমানিক ৩৯ বছর। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে, বিশেষ করে ভোটের প্রাক্কালে এমন ঘটনার জেরে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোলানাথ বিশ্বাস বেহালার সরশুনা থানার অন্তর্গত বাগপোতা রোডের একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতেন। শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম তাঁকে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। পরিস্থিতি দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দ্রুত সরশুনা থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এটি একটি খুনের ঘটনা। মৃতের ঘাড় ও গলায় গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারাও রাতেই তদন্তে নামে। পুলিশ কুকুর নিয়ে গোটা এলাকা তল্লাশি চালানো হয়, যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ব্যক্তিগত শত্রুতা, আর্থিক বিবাদ বা অন্য কোনও কারণ এই ঘটনার পেছনে রয়েছে কি না। প্রশ্ন উঠছে, ঘটনাস্থলেই খুন করা হয়েছে, নাকি অন্য কোথাও হত্যার পর দেহটি এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভোটের আগে এমন নৃশংস ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত সরশুনার বাসিন্দারা। দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবিও উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

পোস্টাল ব্যালট ভোট শুরুতেই বিতর্ক, অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল সাসপেন্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল, রাজ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ শুরু হতেই বিতর্কের ঝড় উঠল। ভোটারদের প্রভাবিত করার গুরুতর অভিযোগে কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের এক কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। শনিবার কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের তরফে এই সাসপেনশনের নির্দেশ জারি করা হয়। অভিযুক্ত কনস্টেবল মাসুদ করিমকে ভোটপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাসপেনশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এই সময় তিনি তাঁর বেতনের অর্ধেক পাবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কনস্টেবল মাসুদ করিম আগে ভবানীপুর এলাকায় কর্মরত ছিলেন। তবে নির্বাচনী দায়িত্বে রদবদলের কারণে তাঁকে হলদিয়া মহকুমাশাসকের দপ্তরে বদলি করা হয়। চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে রাজ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই অভিযোগ ওঠে যে, হলদিয়া মহকুমাশাসকের দপ্তরে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মাসুদ করিম ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রশাসনিক মহলে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ করে কলকাতা পুলিশের কর্তৃপক্ষ। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সেই কারণেই অভিযোগ সামনে আসার পর দেরি না করে অভিযুক্ত কনস্টেবলের বিরুদ্ধে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এখনও বাকি, তবুও ভোটের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রশাসন যে কোনও রকম আপস করতে নারাজ, তা স্পষ্ট। এদিকে, আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। মার্চ মাসের শুরু থেকেই বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নজরদারি বাড়াতে বিস্তর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে। ভোট প্রক্রিয়া যাতে নির্ভুল এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসনের তরফে একাধিক দফায় বৈঠকও করা হয়েছে। তারপরও এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত কর্মীদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, প্রশাসনিক মহল জানাচ্ছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোরতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে অভিযুক্তকে। বর্তমানে মাসুদ করিম সাসপেনশনে রয়েছেন এবং ভোটপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে বলে জানা গিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে এবং তার রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রশাসনের এই তৎপরতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানাকে ঘিরে বিতর্ক, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা হল রাজ্যে। শুক্রবার দিনভর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়কর দপ্তরের তল্লাশি অভিযানের পর এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল ঘাসফুল শিবির। প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে চলা এই তল্লাশি ঘিরে 'হেনস্তা'র অভিযোগ তুলে আয়কর দপ্তরের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে কমিশনের কাছে চিঠিও পাঠিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনকালীন আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকাকালীন কোনও রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে সুবিধা বা অসুবিধা প্রদান আইনবিরুদ্ধ। অভিযোগ, রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়ি এবং তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে কার্যত আটকে রাখা হয়েছিল। তৃণমূলের দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু বেআইনি নয়, বরং নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করার কৌশল। ঘটনার দিন সকাল থেকে শুরু হওয়া তল্লাশি রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। বাড়ির বাইরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় এবং বাহিনীর উপস্থিতিতে গোটা এলাকা ছিল নজরদারির আওতায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে বাড়ির ভিতরে আয়কর আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযানের ফলে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন দেবাশিস কুমার। এই পরিস্থিতিকেই 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। চিঠিতে আরও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যখন প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় সম্পত্তির হলফনামা জমা দেন, তখন ভোটের ঠিক আগে এমন তড়িঘড়ি তল্লাশির প্রয়োজনীয়তা কী? দেবাশিস কুমারও নিয়ম মেনে তাঁর সম্পত্তির বিবরণ জমা দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। তাহলে কোন বিশেষ কারণে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হল, সেই বিষয়টি নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেছে শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেন, ভোটের আগে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের হেনস্তা করাই একমাত্র লক্ষ্য। গতবারও ভোটের আগে গোটা বাংলা এমন ঘটনার সাক্ষী ছিল। এবারও কেন্দ্রীয় এজেন্সি কাজে লাগিয়ে ভোটের আগে মনোবল ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগেও সরব হয়েছি, ভবিষ্যতেও প্রতিবাদ করব। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করছে তৃণমূল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির তল্লাশি অভিযান নিয়ে আগেও সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বারবার অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলিকে চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার সেই একই অভিযোগ পুনরায় সামনে এনে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে তৃণমূল। বর্তমানে কমিশনের প্রতিক্রিয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কমিশন কী পদক্ষেপ নেয়, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। ভোটের আবহে এই ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম, তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সতর্কতা জারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যে ভোটের উত্তাপের মধ্যেই ক্রমশ বাড়ছে গরমের তীব্রতা। শুক্রবার কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়বে এবং বৈশাখের শুরুতেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আগাম সতর্কতা হিসেবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিশেষ সার্কুলার জারি করেছে, যাতে তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতা মোকাবিলায় সব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, হিট স্ট্রোক বা তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে অন্তত দুটি পৃথক বেড রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ঘর নির্ধারণ করে সেখানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সেই ঘরে এসি, এয়ার কুলার এবং হাই স্পিড ফ্যানের মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রাখতে হবে, যাতে রোগীদের দ্রুত শীতল পরিবেশে রাখা যায় এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করা সম্ভব হয়। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়া রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলাতেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে এই সময়ে তাপমাত্রা প্রায়শই ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে যায়। সেই কারণেই এই জেলাগুলিতে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওআরএস, আইস প্যাক, ঠান্ডা পানীয় জল, ভেজা তোয়ালে, থার্মোমিটার, গ্লুকোমিটার ও জরুরি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হাই ফ্লো অক্সিজেন, লোরাজেপাম, ডায়াজেপাম ও অ্যাড্রেন্ত্রা নালিনের মতো ওষুধ প্রস্তুত রাখ ার কথাও বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন শীতল পরিবেশে রাখতে হবে এবং চিকিৎসায় কোনও রকম দেরি করা চলবে না। সেই সঙ্গে হাসপাতালগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল গুলিকেও একইভাবে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। হাসপাতালের আউটডোর ওয়ার্ড এবং অপেক্ষমাণ রোগীদের জন্য ছায়াযুক্ত ও আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করতেও বলা হয়েছে, যাতে গরমে অন্য কোনও রোগী অসুস্থ হয়ে না পড়েন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আরও জানানো হয়েছে, হিট স্ট্রোক সংক্রান্ত সমস্ত কেসের সঠিক নথিভুক্তিকরণ ও নিয়মিত রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই তথ্য নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দুপুরের তীব্র রোদ এড়ানো, পর্যাপ্ত জল পান করা, হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা এবং শরীরে কোনও অস্বস্তি দেখা দিলে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের মরশুমে যেখানে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, সেখানে প্রকৃতির এই বাড়তি উত্তাপ নতুন করে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আগাম প্রস্তুতি ও সতর্কতার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাসী স্বাস্থ্য দপ্তর।

বেপরোয়া ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৮ এপ্রিল ঃ শনিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্র। মৃতের নাম রিজু ভৌমিক। তার বাড়ি নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ভাতশালা এলাকায়। প্রতিদিনের মতোই এদিনও সে সাইকেল নিয়ে প্রাইভেট টিউশনে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে যায় হৃদয়বিদারক এই দুর্ঘটনা। জানা গেছে, পড়াশোনা শেষে বন্ধুদের সঙ্গে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল রিজু। সেই সময় পিছন দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে মাথায় আঘাত পায় সে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর থামার পরিবর্তে ট্রাক্টরটি সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনার পরপরই এলাকাবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তৎপরতা দেখিয়ে ট্রাক্টরের চালককে ধরে ফেলেন। দ্রুত আহত অবস্থায় রিজুকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎস্ক সকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে, পাশাপাশি ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।বিচারের দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখ াতে থাকেন গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাদনঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। শনিবারই কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা।

খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ আবারও খড়গপুর আই আই টি ক্যাম্পাসে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য জড়িয়ে। অটল বিহারি বাজপেয়ি হল থেকে শনিবার সকালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে আই আই টি ক্যাম্পাসে থাকা খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত হিজলি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসারেরা যান ঘটনাস্থলে। উদ্ধার করে বিসিরায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম জয়বীরসিংহ দোদিয়া (২১), বাড়ি আহমেদাবাদে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ছিল। খড়গপুর আইআইটিতে থাকতো নেহেরু হলে।

বিজেপি ও কমিশনকে তীব্র আক্রমণ সায়নী ঘোষের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ দাঁতন ও নারায়ণগড়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ শাণালেন রাজ্য যুব তৃণমূ ল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। শুক্রবার দাঁতনের পোরোলদার জনসভা এবং নারায়ণগড়ের রোড শো-তে তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব বোঝাতে এক অভিনব উপমা ব্যবহার করেন। সায়নী বলেন, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন গাছ, আর মোদী হলেন ফল। ফল একসময় ঝড়ে পড়ে পচে যায়, কিন্তু গাছ থাকলে তা সারাজীবন মাথার ওপর ছায়া দেয়।দ এদিন দাঁতনের সভায় তিনি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপির কমিশন' বলে কটাক্ষ করেন এবং অভিযোগ করেন যে মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। বিজেপির 'সবকা বিকাশ' স্লোগানকে খোঁচা দিয়ে তিনি জানান, তৃণমূল কেবল উন্নয়নের রাজনীতিতেই বিশ্বাসী। ভোটারদের প্রতি তাঁর আহ্বান, এবার বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করলে আগামী ২৫ বছর তারা বাংলার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। নারায়ণগড়ের কর্মসূচিতে সায়নী আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন, আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই প্রচার কর্মসূচিতে সায়নীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূ ল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, ব্লক সভাপতি শেখ ইপ্তেকার আলি ও সুভাষ রায় চৌধুরীসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। উভয় এলাকাতেই দলীয় কর্মীদের ভিড় ও উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভবানীপুরে মমতার টানা প্রচার কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ বাংলার বিভিন্ন জেলা সফর ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সেরে ফেলেছেন। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ একদম কামড়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণবঙ্গেও সভা, সমিতি,রোডশো করেছেন। এবার তিনি ফিরে আসতে চাইছেন তার নিজের কেন্দ্র - ভবানীপুরে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৯ তারিখ মহারাষ্ট্র নিবাস হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন তিনি। এর পাশাপাশি ভবানীপুরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই রয়েছে তাঁর জনসংযোগ ও প্রচার কর্মসূচি। ২০ তারিখ ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি সভা করার কথা রয়েছে। এরপর ২৪ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। সবশেষে, ২৭ তারিখ একটি মেগা রোড শো করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর শেষ প্রচার কর্মসূচি হিসেবে ধরা হচ্ছে। তৃণমূলের দাবি, ভবানীপুর আসলে 'মিনি ভারতবর্ষ'। এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। সবাই মিলেমিশে উৎসব পালন করেন, আবার নিজেদের পেশাগত জীবনেও সমানভাবে ব্যস্ত থাকেন। এই বহুত্ববাদী চরিত্রকেই সামনে রেখে ভোটের ময়দানে প্রচার চালাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। যদিও ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রথম সারির নেতারা পুরো দমে প্রচার করছেন ভবানীপুরে। সুব্রত বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, ফিরহাদ হাকিম এবং দেবাশিস কুমার-সহ স্থানীয় কাউন্সিলাররা নিয়মিত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। তাঁরা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন সাধারণ মানুষের সামনে।

ভোটের আগে কলকাতা ভরে উঠছে অবৈধ অস্ত্রে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করছে এবার সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট ভোট করাতে। কিন্তু পরিস্থিতি যেমন তাতে কতটা যে তা সম্ভব, বলা মুশকিল। কলকাতায় উঠেপরে লেগেছে এসটিএফ। ভোটের মুখে শহরে সন্ত্রাসের ছক বানচাল। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের জালে বিহারের অস্ত্র পাচারকারী। রাজাবাজার থেকে উদ্ধার হয়েছে কাঁড়ি কাঁড়ি আগ্নেয়াস্ত্র। ৬টি ওয়ান শাটার বন্দুক ও ১৪টি ৮ এমএম কার্তুজ উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ভোটের আগে কারা অস্ত্র মজুত করছে শহরে? বিহারের ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এসটিএফের আধিকারিকরা। এদিন দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে নাকা তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়েছে। আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ ও গুরুসদয় দত্ত রোডের মোড়ে একটি গাড়ির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। আটক করে তল্লাশি চালাতেই প্রায় ২৫ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে গাড়ির ভিতর থেকে। সম্প্রতি কলকাতা ও হাওড়ায় পরপর দুটি বড় অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। দিকে দিকে অর্থ পাচারের নেপথ্যে বড় কোনও মাথা কাজ করছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।ভোটের আবহে রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন প্রান্তেও পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। ভোটের মুখে অস্ত্র-নগদ পাচার রুখতে তৎপর প্রশাসন।

জঙ্গলমহলে রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ৪টি সভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে বাংলা চযে বেড়াচ্ছেন আগে কখনো কোনো প্রধানমন্ত্রী এটা করেন নি। কারণ এবার বাংলা দখল করবেই - এমনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিজেপি সূত্র জানা যাচ্ছে, আজ রাতে অন্ডাল বিমনবন্দরে নামবেন মোদী। এবার জঙ্গলমহলে। টার্গেট আদিবাসী ভোট। আগামিকাল রবিবার মূলত রাঢ়বঙ্গ জুড়ে প্রচার করবেন মোদি। বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় একই দিনে মোদির চারটি সভা খুব কম করেছেন। এবার সেই ছক ভাঙছেন মোদি। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামবেন প্রধানমন্ত্রী। রাতে দুর্গাপুরেই থাকবেন তিনি। রবিবার সকালে উড়ে যাবেন বাঁকুড়া। প্রথম জনসভা করবেন বড়জোড়ায়। সকাল ১১টা থেকে সভা করার কথা তাঁর। সেই সভা করে তাঁর যাওয়ার কথা পুরুলিয়ায়। বলরামপুর বিধানসভায় সভা করবেন তিনি। সেখানে ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে সভা শুরু করার কথা। দিনের তৃতীয় সভা করবেন ঝাড়গ্রামে। ২টো ৪৫ মিনিট থেকে সেখানে সভা করবেন তিনি। ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া এলাকায় সভা করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ তথা দিনের শেষ সভা করবেন মেদিনীপুরে। এছাড়াও, ২৩ এপ্রিল হাওড়া বেলুড়মঠে যাওয়ার কথা তাঁর। সেখান থেকে শালকিয়া পর্যন্ত রোড শো করার কথা মোদির। সেই দিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরেও সভা করার কথা নরেন্দ্র মোদির।

আবাসনে জোর করে ঢুকে প্রচারের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ভোটের আবহে উত্তর কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হল। বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি বিনা অনুমতিতে আবাসনে ঢুকে জোরপূর্বক নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলবাগান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার দুটি আবাসনের বাসিন্দারা। অভিযোগ, শুধু নিয়ম ভেঙেই নয়, বাধা দেওয়া সত্ত্বেও রক্ষীদের উপেক্ষা করে আবাসনের ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি এবং সেখানে প্রচার শুরু করেন। অভিযোগকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি আবাসনের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণভাবে অমান্য করেছেন বিজেপি প্রার্থী। আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে থামানোর চেষ্টা করলে তিনি সেই বাধা মানেননি। বরং দলবল নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন এবং ভোট প্রচার চালাতে শুরু করেন। আবাসন কর্তৃপক্ষের দাবি, এই ধরনের প্রবেশ সম্পূর্ণ বেআইনি, কারণ কোনও বাইরের ব্যক্তি সেখানে ঢোকার আগে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাপস রায় নাকি সেই নিয়ম মানেননি এবং আগে থেকে কোনও অনুমতিও নেননি। এতে আবাসনের নিরাপত্তা এবং বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত পরিসর নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুধু একটি নয়, আরও একটি আবাসনের তরফেও একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁদের দাবি, সেখানে প্রচার করতে গেলে বাধা দেওয়া হলে তাপস রায় এক ব্যক্তিকে বারবার ফোন করেন এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, সেই সময় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা ছিল অনৈতিক এবং অশোভন। আবাসন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, জোরপূর্বক ঢুকে প্রচার চালানো এবং নিরাপত্তারক্ষীদের শাসানো; এই সবই নির্বাচনী বিধি এবং সাধারণ শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তাই তাঁরা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটের আগে এমন অভিযোগ রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আবাসনের বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি চালানো হলে তা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। ফলে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলেই মনে করছেন তাঁরা। তবে সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিথ্যাচারের কোনও উত্তর হয় না, তাই আমি এর জবাবও দেব না। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কেউ কখনও এমন অভিযোগ তোলেননি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৮ সংখ্যা, রবিবার, ৫ বৈশাখ, ১৪৩৩

কাঙাল হরিনাথ

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে' এই বিখ্যাত লোকসঙ্গীতটি কেবল হরি'র উদ্দেশ্যে রচিত, তাই নয়, এটির রচয়িতাও হরি। মানে 'কাঙাল হরিনাথ'। উনিশ শতকের বাংলার এক খ্যাতনামা সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী অথচ তিনি কাঙাল। তাঁর দেওয়ার ছিল অনেক কিছুই, চাওয়ার ছিল না কোনকিছুই। তবুও তিনি কাঙাল। কারণ তিনি চেয়েছেন মুক্তি। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, পরাধীনতা থেকে মুক্তি। চেয়েছেন একাগ্রভাবে। কাঙালের মতো। চেয়েছেন পরের জন্য। পেয়েছেন কি? প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। ১৮৩৩ সালের ২২শে জুলাই নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। আর্থিক কারণে হরিনাথের লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ সালে নিজেই 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তখনকার নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। এসব কারণে পত্রিকাটি তখন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। হরিনাথের জীবনে কখনও সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে দীর্ঘ ১৮ বছর পত্রিকা প্রকাশের পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ শাসনব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়। হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। তাঁর রচিত বহুসংখ্যক বাউল গান খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানে 'কাঙাল' নামে ভণিতা করতেন বলে এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ১২৯০-১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খন্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়তেও তাঁর সমান পারদর্শীতা ছিল। সাহিত্যচর্চায় হরিনাথের শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পর হরিনাথের যাবতীয় রচনাসমগ্র 'হরিনাথগ্রন্থাবলী' (১৯০১) নামে প্রকাশিত।

প্রেমিক বিপ্লবী উল্লাসকর

কেমিস্ট্রির বিদ্যা কাজে লাগিয়ে যে হাতে বানাতেন বোমা, সেই হাতেই আদরে বুকে তুলে নিচ্ছেন প্যারালাইজড বাল্যপ্রেমিকাকে। তেষট্টি বছর বয়সে বিবাহ করছেন ষাটোর্ধ প্রৌঢ়াকে। হা হা করে হাসতেন, মাতিয়ে রাখতেন শত বিষাদেও, আবার দপ করে জ্বলে উঠতেন দাবানলের মত। পৃথিবী এমন প্রেমিক আর একটাও দেখেছে কি? আজ এমন একজন মানুষের জন্মদিন, যিনি অনেকভাবে পরিচিত। কেউ তাঁকে মনে রেখেছেন দুর্ধর্ষ আলিপুর বোমা মামলার বিপ্লবী হিসেবে, কেউ মনে রেখেছেন তিনি প্রেসিডেন্সির চোখ ধাঁধানো সেই কেমিস্ট্রির ছাত্র, যিনি ভারতবিদ্বেষী প্রোফেসরকে জুতোপেটা করার জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। শুধু পড়াশোনায় মেধাবী নন, যেমন গাইতে পারেন, তেমন সবাইকে মাতিয়ে রাখতে। নিজের ফাঁসির সাজা শুনে আলিপুর আদালতে যখন উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে উঠেছিলেন, তখন ইংরেজ জাজের চোখও শুকনো থাকেনি। হা হা করে হেসে উঠে গেয়েছেন, 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে'। কেউ আবার মনে রেখেছেন, কীভাবে আন্দামানের সেলুলার জেলে চরম অত্যাচারে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! বছর পর বছর বন্দি থেকেছেন মাদ্রাজের পাগলাগারদে। যার নামই 'উল্লাস', তাঁকে কাবু করতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি উল্লাস! উল্লাসকর দত্ত। কারুর কাছে ডাকাবুকো দেশপ্রেমিক, কারুর কাছে গানকবিতাপ্রেমী, কারুর কাছে কিছুটা হঠকারী প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক অদম্য মনোবলের মানুষ। কিন্তু আমার কাছে? আমার কাছে তিনি সবার ওপরে এক উত্তাল প্রেমিক! যেমন প্রেমিকের স্বপ্ন প্রতিটি মেয়ে লালন করে। বিপিন পালের কন্যা লীলার সঙ্গে বহুবছরের প্রেম। প্রেমিকার জন্য কত কী ই যে করেছেন! শিবপুরের বাড়ি থেকে খেজুর রসের হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে টানা হেঁটে গেছেন লীলাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে, টাটকা খেজুর গুড় খেতে মেয়েটা বড় ভালবাসে যে! ফাঁসির আদেশ সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে যখন বদলে গেল, আন্দামানের জাহাজে ওঠার আগে তিনি লীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, অপেক্ষা করবে তো? যাবজ্জীবন মানে যাবজ্জীবন, ফেরা হবে না, দেখবে আমি ঠিক ছাড়া পাব। আমরা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে বিয়ে করবই! এগ্রিকালচারের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী লীলা বলেছিলেন, আমি অপেক্ষা করব। দিনের পর দিন কেটেছে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। সেলুলার জেলে অমানুষিক অত্যাচারে, ইলেক্ট্রিক শকে, শত লাঞ্ছনা, অর্ধাহার, অনাহারেও নুয়ে যায়নি উল্লাসকরের মেরুদণ্ড। লীলার চিঠি এসেছে। তিনিও চিঠি লিখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুর

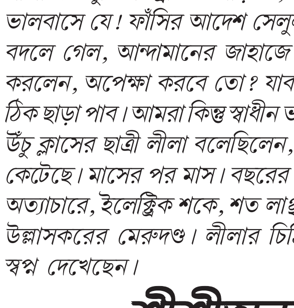

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুল বলতেন, সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তি শক্তিকে নিয়ে আসবে কাছে। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন।দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়াসে সে সবাইকে পরাস্ত করা যায়। মা'ই পথ দেখিয়ে দিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গ্রহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তি ধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতে শক্তি আর কালার নেই। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠ শ্মশানে কালী মায়ের মন্দির জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হল। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিলেন। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা।

'ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ভারতে হসপিটাল মেডিসিনের সূচনা'

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

'ডেভিড হেয়ার, মেডিক্যাল কলেজ এবং ভারতে হসপিটাল মেডিসিন- এর সূচনা।' চিকিৎসক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষক এর সাম্প্রতিক গ্রন্থ , The Calcutta Medical College– 1822-1897- Medicine– Social Psyche and the uise of Modern Citizenry in India– 2025)এই লেখাটি

ইতিপূর্বে ঈষৎ ভিন্ন চেহারায় ডক্টরস ডায়ালগ ওয়েবজিনে প্রকাশিত হয়েছে। গোড়ার কথা ঃ ডেভিড হেয়ারকে (১৭৭৫-১৮৪২০) নিয়ে গবেষণা বা জীবনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সরজেশ মুখোপাধ্যায়ের লেখা The Life and Times of David Hare- The First Secular Educationist of India (২০২৪)। বইটি আমার এখনও পড়া হয়ে ওঠেনি। তবে ডেভিড হেয়ারকে নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে উপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষাপ্রসারে তাঁর ভূমিকা, নারী শিক্ষার সূচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান, বিভিন্ন সামাজিক হিতৈষণার কাজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইত্যাদি। এগুলো সবকটিই তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববাহী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে সম্ভবত অদ্যাবধি অনালোচিত একটি বিষয়ে , বাংলায় তথা ভারতে হসপিটাল মেডিসিন-এর সূচনার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজ এবং ডেভিড হেয়ারের নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে।

এর আগে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সাংস্কৃতিক রূপান্তর বোঝাতে গিয়ে একটি লাগসই শ্লোক ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃতে আসল শ্লোক ছিল - 'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।।' রাজনারায়ণের কালে এর আদলে তৈরি যে শ্লোকটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তা হল, 'হেয়া কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা। পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাত কনাশনং।।' এখানে নতুন শ্লোকের প্রথম নামটিই দেখতে পাচ্ছি তহেয়ার। আবার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় কুমার চ্যাটার্জি ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে একটি doggerel verse ছেলেবেলায় শিখেছিলেন। সে পদ্যাংশটি হল, জোন্সঃ কেরী তথা হ্যারঃ প্রিনসেপশ্চ কনিংঘমঃ। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫। ২ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, "David Hare- Humanist– Educationist– Thinker– Lover of Man – And His School"–David Hare Birth Bicentenary Volume (১৯৭৫-৭৬), ১৯৭৬, p. ১. ২'পঞ্চ গৌরান স্মরেন্ নিত্যং জ্ঞানাঞ্জন-প্রদায়কান।।' ভিন্ন সময়ে রচিত হলেও দুটি শ্লোকের মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আবার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ডেভিড হেয়ার শীর্ষক পদ্যে লিখেছিলেন, 'কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে তুমি দিলে প্রাণ,- তবুও নাস্তিক তুমি! , ও অস্থি নেবে না গোরস্থান! তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা! সমাধা, সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু! মনুষ্যত্ব-ধর্মে পূত, হে নাস্তিক! আস্তিকের গুরু!' এরকম চারণা থেকে বোঝা যায় বিংশ শতাব্দিরও এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ডেভিড হেয়ার সামাজিক স্মৃতিতে বিশেষভাবে জীবন্ত ছিলেন। একবিংশ শতাব্দিতে এসে এই সামাজিক স্মৃতি দ্রুত ক্ষীয়মাণ। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ থেকে যতদূর জানা যায় ১ জুন, ১৮৪১-এ তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন এবং ২ জুন, ১৮৪১ সালে প্রয়াত হন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষক ১ জুন, ১৮৪১ তারিখ টিকেই তাঁর প্রয়াণ দিবস হিসেবে ধরেছেন। সুবলচন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, ১৮৩৮ খ্রী ইনি Calcutta Court of Requests নামক আদালতে জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই আদালত এখন ছোট আদালত নামে অভিহিত। মৃত্যুর পর কলিকাতা গোলদীঘির এক কোণে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের অনেকেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের ১লা জুন ইঁহার কবরের নিকট সমবেত হন। ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং যে বাড়িতে ইনি বাস করিতেন, সেই বাড়িতে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ গভর্নমেন্ট একটি মর্মরফলক স্থাপিত করিয়াছেন। ছোট আদালতের দক্ষিণে যে রাস্তায় ইঁহার বাড়ি ছিল (Nicco House নামে সম্পূর্ণ তৈরি না-হওয়া বাড়ি), সেই রাস্তাটি হেয়ার স্ট্রীট নামে বহুদিন যাবৎ অভিহিত আছে। মাঙ্গলিক, David Hare Birth Bicentenary Volume (১৯৭৫-৭৬), ১৯৭৬। সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ২০০৯, পৃঃ ১৩২৭।

উল্লেখ করা দরকার, হেয়ারের মৃত্যুর পরে তিনি নেটিভ তথা ম্লেচ্ছদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতেন বলে তাঁকে সমাহিত করার জন্য একখণ্ড ভূমিও তৎকালীন কলকাতার মিশনারিরা দিতে অস্বীকার করে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পদ্যে উল্লেখ করেছেন)। বিপরীতে বাংলায় তাঁর গুণগ্রাহীরা ১৭ জুন ১৮৪১-এ রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের আহুত মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে তাঁর সমাধিফলকে লেখা বার্তা নিয়ে সহমত হন। ডেভিড হেয়ারের সময়কাল ঃ ডেভিড হেয়ার ছিলেন স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করা একজন ঘড়ি নির্মাতা তথা ব্যবসায়ী। ১৮০০ সালে ভারতে আসেন ভাগ্যান্বেষণের সন্ধানে। কিন্তু, ইতিহাসের নিয়মে, তাঁর নিজের এবং বাংলার সাংস্কৃতিক-সামাজিক (অন্তত ওপরতলার মানুষদের ক্ষেত্রে) ভাগ্যই বদলে যায়। ঘড়ির ব্যবসায়ী থেকে তিনি হয়ে ওঠেন আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাকে বাংলার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একজন অগ্রদূত। তাঁর নিজের উদ্যোগে তৈরি করা আরপুলি স্কুল এবং ইংরেজি পাঠশালা। তিনি নিজে লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু কলেজ (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি) এবং আরও একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করেছেন। রামমোহনের আত্মীয় সভা-র সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং সেসময়ে ইউরোপের আদলে যে বিভিন্ন Paery Chand Mittra– A Biographical Sketch of David Hare– ১৮৭৭, pp. ৮৮-৯০. জ্ঞানোপার্জনী সভা ((Society for the Acquisition of Knowledge) তৈরি হচ্ছিল, সেগুলোর সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

আমরা জানতে চাইতে পারি, কেমন ছিল উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের সময়কাল? ঐতিহাসিক এরিক স্টোকস তাঁর seminal @ ùÌsþi The English Utilitarians and India-তে জানাচ্ছেন সে সময়কালকে বুঝতে হলে আমাদের ভারতের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের দিকে তাকাতে হবে, "Free trade was its solid foun dation. Evangelicalism had provided its progra mme of social reform– its force of character– and its missionary zeal." পরে স্টোকস বলছেন ,Utilitarian hopes of inaugurating a competitive society based on individual rights in the soil– depended as much upon the revenue assessment– and the registration of landholdings which accompanied it– as upon the superstructure of judicial codes and establishments." স্টোকস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন ,"It was in that year 1818 that the orator of the new liberalism– the young Macaulay– shook off his father toryism and avowed himself a Radical. It was in the same year that James Mill published his great History of India– and became a candidate for high office in the Companyós Home Government." একটু আগে যেমন বলেছি, স্টোকস যেন সেকথাই অন্যভাবে ভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের নজরে আনেন, It should not mask the more for **(ক্রমশ)**

(ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখা বহু বিখ্যাত বই রয়েছে যেগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নক্ষত্র)

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের সংস্কৃতিতে প্রাচীন রীতিনীতি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

আজ বছরের প্রথম অমাবস্যা পোদ্দার বাড়ির প্রথা অনুযায়ী পয়লা বৈশাখ এ আর প্রথম অমাবস্যাতে তারা মায়ের প্রথম পুজো দিয়ে শুরু করা হয়। যদিও স্বশরীরে হাজির হওয়া সম্ভব না হলেও পূর্ব পুরুষদের সময় থেকে এই সব স্থানের মানুষ গুলো জুড়ে আছে আমাদের পরিবারের সঙ্গে,দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার বলতেন আমাদের বর্ধিত পরিবার, এক সময় দাদুর হাত ধরে এনারা প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন সেই কথা আজো ভোলেননি, সেই জুতোতে পা গলিয়ে বাবাই এনা দের আদরের বড়দা এখনো আর উওরাধীকারী সূত্রে আমি এই দায়ভার পেয়েছি,দাদু যেমন চাইতো তার মনা সব দেখাশোনা করবে মেয়ে বলে তাকে কেউ কোনদিন বলতে না পারে, সেই ভাবে একজন মেয়ে নয় মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে বুকে পাথর চেপে একমাত্র নাতনীকে বর্ধমান শহরে পাঠান ভদ্রলোক। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার বাবুর বারণ না শুনে ছুটে যেতেন মনা আর আদরের বড়বৌমাকে দেখতে। একবার এক মজার ঘটনা ঘটে ডাক্তার বাবু নির্দেশ মেনে হাওয়া বদলে পাঠানোর কথা বলা হয়, সে সময় ঠাম্মার কিছু একটা দরকারি কাজ পরাতে ঠাম্মা না গিয়ে ওনার দেখাশোনার জন্য আমার সেজদাদু ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত পরিমল সাহা (ঠাম্মার সেজ ভাই) দেড় মাসের জন্য হরিদ্বার বৃন্দাবন মুসুরি ঋষিকেশ যেহেতু ওখানে প্রায় যাওয়া হয় তাই লোকজন হোটেল পূর্ব পরিচিত আমাদের। তখন ল্যান্ড লাইনে কথা, ভদ্রলোক এর একমাস যেতে না যেতেই হঠাৎ ওখান থেকে উধাও, ভোর তিনটে মতো মামের নাম করে ডাকছেন বর্ধমান বাড়িতে এসে, বৌমা আমি বাবা দরজা খোল, প্রসঙ্গত নিজেদের তিন ছেলে দুই মেয়ের থেকে ও বড়বৌমা ভদ্রলোক এর কাছে অতি প্রিয় একথা আমার নয় তাদের ছেলে মেয়েদের আর আমার বড়দাদুর ওরফে মামের বাবা বলতেন পোদ্দার মশাই আমার আর নদে(আমার মামের ছোটকাকু, মামকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন) এরথেকে ও বেশী ভালোবাসেন রুমাকে। বাবাইকে মাম বলে বাবা ডাকছে, বাবাই বলে ঘুমিয়ে পরো স্বপ্ন দেখেছো বাবা হরিদ্বার এ এখন। আবার বলে না আমি স্পষ্ট শুনেছি কিন্তু বাবাই সত্যি দেখে ভদ্রলোক এক বস্তা খেলনা পাতি বাসন বেডকভার এসব কিনে নিজের শ্যালককে ফেলে হাজির বর্ধমান, মনাকে ছেড়ে থাকতে পারেন নি,এই যুক্তি। বাবাই বললেন আপনি, বাবাই আপনি করে বলতো দাদুকে। মামাকে একা ফেলে চলে এসেছেন,আপনাকে নিয়ে সে গেছিল আমরা যেতে পারি নি বলে। ওর সব বন্দোবস্ত করে আইছি কইয়া আইছি, সেই আমার মনা পাগল দাদু। যিনি তার একমাত্র নাতনীকে মেয়ে নয় মানুষ করতে চেয়েছিলেন,আর চেয়েছিলেন তার একজন যোগ্য দোসর খুঁজে তার হাতে তাকে তুলে দিতে খুব অল্প বয়সে আমার দাদু চলে যায় তার সে সাধ পূর্ণ হয়নি। তার স্বপ্ন পূরণ করতে এখন পাণ্ডাদের বাৎসরিক সিধে ভালো মন্দের খবরাখবর যোগাযোগ রাখা তার মনার দায়িত্ব যতদিন সে পরমেশ্বরের কৃপায় পারবে। পুরি কামাখ্যা হরিদ্বার বৃন্দাবন দ্বারকা তারকেশ্বর তারাপীঠ সহ সতীপীঠ গুলো, বৈদ্যনাথ ধাম সহ একাধিক স্থানে আমাদের পাণ্ডা আছেন তাদের সঙ্গে জড়িত পারিবারিক সূত্রে। এনারা বর্ধিত পরিবার, আগে বাবাই দাদুকে যেমন করে এনাদের করতে দেখেছি আমি চেষ্টা করছি যতটুকু সেভাবে করা যায়, জানিনা কতটুকু সামর্থ্য তবু চেষ্টা তাদের দেখানো পথে চলতে পারি সারা জীবন। এই ছবিটা তারাপীঠ মন্দিরে তারা মায়ের আমার বাড়ির বড় কর্তৃক সে,সব কিছু তাকে দিয়ে শুরু করা হয় পোদ্দার বাড়িতে।পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত ভাদু পাণ্ডা দাদুর সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত ঐলোক্য (বাবুদা) এনারা মূল পাণ্ডা ছিলেন তারাপীঠ মন্দিরে,এখন ভাই যীশু, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত তারাময় কাকু, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত ষষ্ঠী কাকু,পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত তন্ময় কাকু এনারা মায়ের সেবাইত। এনাদের কোলে পিঠে ছোট্ট মেয়েটি সে সময় এখনকার ঝা চকচকে তারাপীঠ নয় শেয়াল ডাকা নিঝুম তারাপীঠ মন্দিরে তারা মায়ের কোলে চেপে বড় হয়েছে। তখন থাকার বলতে সন্দীপ লজ আর দ্বারকা লজ সে গল্প আরেকদিন বলবো। অনেক দিন তাকে জড়িয়ে ধরি না, তার মেয়ে তার কাছে,তাই চলে যাওয়ার আগে তার মাথায় তারা মায়ের জট হয়েছিল। বাবাই এর ও মন টানছে অনেক দিন তার কাছে যাই না প্রথম সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা আর মামের চলে যাওয়ার জন্য,সব মিটিয়ে এবার তাকে জড়িয়ে ধরলে তবেই শান্তি ছোটবেলার অভ্যাস তো। জয় তারা জয় বাম মুখে বলো অবিরাম, আমাদের তারা মন্ত্র। (নবদ্বীপের বহু পরিবার কিন্তু এখন প্রাচীন রীতিনীতি বজায় রেখে চলে। তাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই শিক্ষিত হলেও নবদ্বীপের রীতি থেকে বাইরে থাকতে চায় না। সেখানকার সামাজিক রীতিনীতিকে বজায় রেখে সেখানকার শিক্ষিত সমাজ চলতে চায়। নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানতে বিসর্জন দিতে একেবারে নারাজ। তারই প্রতি ফলন দেখতে পাওয়া যায় এই কলমের প্রতিটি লেখায়।)

'স্বচ্ছ ভারত' গড়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন শ্রমিক কৃষক দরদী আইন প্রণয়ন করা

অজয় সরকার

এখন বাংলায় জোর গরম পড়েছে। একে তো গ্রীষ্মের গরম তার ওপরে ভোটের গরম। আর গোটা বিশ্ব এখন যুদ্ধের জন্য ভীষণ গরম , রাশিয়া ইউক্রেন তো ছিলই তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ইরান আমেরিকা। এই গরমের ঠেলায় গরম করা একটা খবর কিন্তু ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে। কম, খুবই কম লোকেরা জানেন যে নয়ডার শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। কোন বিধর্মীদের থেকে তাদের জীবন খতরে মে হায় এমন কোন ব্যাপার নেই। আমেরিকা চীন পাকিস্তান তাদেরও কোন আক্রমণ নেই। তবু তাদেরকে মাঠে নামতে হয়েছে রাস্তা অবরোধ করতে হয়েছে জেলে যেতে হয়েছে পুলিশের লাঠির সামনে হতে হয়েছে। কারণ আর তাদের জীবন ও জীবিকা সংকটের মধ্যে রয়েছে।

২০১৪ এর সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আমরা শুনে যাচ্ছিলাম এবার নাকি আচ্ছে দিন আসবে কালো টাকা দূর হবে। তার থেকেও বড় কথা বছর বছর নাকি কোটি কোটি চাকরির ব্যবস্থা হবে।

সেই সব আশার গুড়ে বালি নয় বড়সড়ো রকমের বোল্ডার ফেলে দিয়ে আমরা কি দেখলাম? গোটা দেশ প্রায় বিক্রি হয়ে গেল কতগুলি বড় বড় ব্যবসাদারের কাছে। ব্যাংকের টাকা লুট হয়ে গেল ব্যবসাদারের তাদের দেনা মেটাতে। কৃষকদের গলায় দড়ি দিতে হল। কৃষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপরে নির্বোধ নিসংস অমানবিকভাবে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হল। কার্যত বিনা বাধায় আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে ক্ষমতার প্রতাপ দিয়ে কৃষকদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হল। এরপরই শুরু হলো শিল্পপতিদের তুষ্ট করার জন্য এক অদ্ভুত রকমের আইন শ্রমকোড।

ঘুর পথে শ্রমিকদের অদ্ভুত আশ্চর্য রকমের প্রলোভন দেখিয়ে কাজের সময়টাকে প্রায় দ্বিগুণ করে দেওয়া। হাজারো আইনের মারপ্যাঁচে ঢাকা সবাইকার পক্ষে বোধগম্য নয় ।হাজারো প্রলোভন সরিয়ে নিলে বোঝা যাবে শ্রমিকদের প্রায় ধনেপানে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। নয়ডার শ্রমিকরা তাই দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা থেকে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আজ গোটা নয়ডা জুড়ে রাস্তায় বিক্ষোভ চলছে। ৯ এপ্রিল থেকে শ্রমিক বিক্ষোভ নয়ডা শিল্পাঞ্চল জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক কারখানায় হরতাল শুরু হয় প্রায় চারশো কারখানার শ্রমিক হরতালে সামিল হন। ১৩ এপ্রিল ৪২, ০০০-এর বেশি শ্রমিক রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। শহরের ৮০টি জায়গা জুড়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল, সেক্টর ৬২, ফেজ ২, সেক্টর ৬৩, সেক্টর ৮৪ এবং গ্রেটার নয়ডার বেশ কিছু জায়গা। অচল হয়ে যায় নয়ডার সেক্টর ৬২ থেকে সেক্টর ১৬ যাওয়ার রাস্তা; ৯ নম্বর জাতীয় সড়কও অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় দিল্লির সঙ্গে নয়ডার সংযোগকারী রাস্তা। কয়েক কিলোমিটার জুড়ে গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, বহু বিলম্বিত বেতন পরিশোধের দাবিতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বাহিনীকে ডাকতে হয়।এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের একাংশ উত্তেজিত হয়ে পড়লে পুলিশ হালকা বলপ্রয়োগ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বর্তমানে এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোনও রকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

গৌতম বুদ্ধ নগরের পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মী সিং জানিয়েছেন, ৮৩টি জায়গায় শ্রমিকরা রাস্তায় নামলেও, এর মধ্যে মাত্র দুটি জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটে। অথচ তাকে অজুহাত করেই একের পর এক শ্রমিকদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৯ এপ্রিলের পর থেকে বিভিন্ন শ্রমিক নেতাকেও গৃহবন্দি করা হয়েছে। শ্রমিকদের দাবিটা নতুন কিছু না। সেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পুরনো দাবি। উপযুক্ত মাইনে এবং কাজের সময়। মাস কয়েক হল, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে, চরম শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড লাগু হয়ে গেছে। তাতে শ্রমিকদের মাইনে এক ফোটাও বাড়েনি কিন্তু কাজের সময়টা অনেকটা বেড়ে গেছে।তার সাথে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজিটাও বেড়েছে। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধ গুলির জিএসটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই মধুচন্দ্রিমা শেষ হবার আগেই ওষুধ গুলির দাম অস্বাভা বিক ভাবে বেড়ে গেল। কেউ প্রশ্ন করল না এই বাড়তি টাকাটা কাদের কাছে যাচ্ছে মালিকের কাছে? নাকি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে? আর সাধারণ শ্রমিকের কিন্তু নাভিশ্বাস ওঠা শুরু হয়ে গেল। মাইনে বাড়ছে না অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে। ইরান আমেরিকা সংকটের জন্য তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে ।তার সাথেই বাড়ছে নয়ডা অঞ্চলের ঘরের ভাড়া খাবার খরচ সব মিলিয়ে শ্রমিকদের এখন প্রায় প্রাণ যাই যাই অবস্থা। অনেকে আবার এই অভিযোগও তুলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম বেতনও অনেক সংস্থা দিচ্ছে না।

শ্রমিকদের বক্তব্যটা কিন্তু ভীষণ স্পষ্টতআমরা কাজের বিরোধী নই, কিন্তু আমরা ন্যায্য মজুরি চাই।জেট টাউনে কর্মরত শত শত কারখানার শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নারী, গত দুই-তিন বছর ধরে প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করলেও আট ঘণ্টার মজুরি পাচ্ছেন।কারখানা আইন লঙ্ঘন করে মালিকদের দ্বারা অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করার মাধ্যমে কারখানার শ্রমিকদের কীভাবে শোষণ করা হচ্ছে, তা এই ঘটনা থেকেই খুব ভালোভাবে বোঝা যায় যে, নয়ডার সেক্টর ৬৩-তে অবস্থিত ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনকারী সংস্থা 'জেট টাউন'-এর অন্তত ৫০০ শ্রমিককে ওভারটাইম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে তাদের কণ্ঠরোধ করতে কয়েকজনকে গুলিও করা হয়।

জেট টাউনে কর্মরত শত শত কারখানার শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই নারী, গত দুই-তিন বছর ধরে প্রতিদিন ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করলেও তাঁদের ৮ ঘণ্টার মজুরি দেওয়া হচ্ছে। কারখানা আইন (১৯৪৮) অনুযায়ী, প্রতিদিন সর্বোচ্চ কাজের সময় ৮ ঘণ্টা এবং অতিরিক্ত ২ ঘণ্টা। প্রায় ৬০০ কর্মচারী শিফটে কাজ করেন। তাঁরা প্রায় তিন মাস ধরে ওভারটাইমের টাকা পাননি। শুধু শ্রমিকরাই নয়, এর শত শত মধ্যম-স্তরের পেশাজীবীরও কোম্পানিতে বিপুল পরিমাণ বকেয়া রয়েছে এবং তাদের অনেকেরই সেই টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো আশাই নেই।দুই বছর আগে ওরিয়েন্ট ক্রাফটে কর্মরত একজন সিনিয়র প্রোডাকশন প্রফেশনাল নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন , কোম্পানি আমাদের বেতন থেকে বোনাস কেটে নিত এবং গত দুই বছর ধরে আমি তা পাইনি। সব মিলিয়ে আমার ৫ লাখ টাকা কোম্পানির কাছেই আছে। এ ব্যাপারে আমি শীর্ষ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি এবং তাই এখন আমার পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী নই। আমার আরও অনেক সহকর্মীর অবস্থাও প্রায় একই রকম। কোম্পানির উচ্চপদস্থ সূত্র জানিয়েছে যে, কোম্পানিকে শ্রমিক, কর্মচারী এবং সরকারকে কমপক্ষে ৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। কোম্পানির আরেক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন, তকাঁচামালের বিভিন্ন সরবরাহ কারীদের কাছ থেকে কোম্পানির প্রায় ১৪০ কোটি টাকা আদায় করতে হবে।বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের দাবি, তাঁরা মাসে ১৫ হাজার টাকারও কম বেতন পান। শুধু তা-ই নয়, দিনে আট ঘণ্টার বদলে ১২ ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হয়। অথচ বেতন বাড়াতে বললে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও জবাবই মেলে না। এ অবস্থায় বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের কাছে মূলত দু'টি দাবি তুলে ধরেন। প্রথমত, 'ওভারটাইম' করলে যেন তাঁরা সেই অতিরিক্ত শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান। দ্বিতীয়ত, মাসিক বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই-এর ক্ষেত্রে শ্রম আইন মানার দাবি তুলেছেন।

'কারখানার প্রত্যেক কর্মীকে দিনে ৮০০ টাকা করে দেওয়া উচিত। সেখানে বর্তমানে ৩০০-৪০০ টাকা তারা পান। এক মহিলা কর্মী জানিয়েছেন, দিন দিন যে হারে সংসারের খরচ বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ বাড়ছে, তা নিয়ে কথা বললে, বেতন বাড়ানোর কথা মালিকপক্ষকে জানাতে গেলে তাঁরাও মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকছেন। বেতন বাড়ানোর কোনও সদিচ্ছাই দেখা যায় না তাঁদের মধ্যে। তাঁর কথায়, "১৩ হাজার টাকায় কী ভাবে মাস চালাব, বলতে পারেন?'' রাজেশ নামে আরও এক প্রতিবাদী কর্মী বলেন, "মাসে আমাদের ২০ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। টাকা না বাড়ালে সংসার টানতে পারছি না।'' তাঁর কথায়, "কারখানায় কর্মীদের শোষণ করা হয়। ঠিকমতো খাবার দেওয়া হয় না। মহিলাদের জন্য কোনও নিরাপত্তা নেই।''শুধু তা-ই নয়, কর্মীদের ন'মাস কাজ করিয়ে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে নতুন কর্মী আনা হচ্ছে যাতে বেতন বৃদ্ধি করতে না হয়। কারখানাগুলিতে অধিকাংশই ঠিকা শ্রমিক।

দিদি সিংহাসন খালি করুন বিজেপি আসছে ... যোগী আদিত্যনাথ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচন এগিয়ে আসতেই যেন স্টার ক্যাম্পেনারদের প্রচারের ঝড় উঠছে কোচবিহার জেলায়। শনিবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভার অন্তর্গত ইট ভাটার মাঠে বিজেপি প্রার্থী নিশীদ প্রামানিকের সমর্থনে জনসভা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সকাল থেকেই মেঘলা আবহাওয়া ছিল ফলে চিন্তার ভাবছিল সকলের কপালে, যদিও শেষ পর্যন্ত মেঘ কেটে রৌদ্র উঠতেই কর্মী সমর্থকরা দূর-দূরান্ত থেকে আসতে শুরু করেন। যোগীর সভাকে কেন্দ্র করে এত ভিড় শেষ কবে কোচবিহার দেখেছিল তা সকলের অজানা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন - ভোট দেবার জন্য বাড়ি ফিরে এসেছি চাই বাংলায় থাকতে এখানেই কাজ করতে ভোর ছটা থেকে অপেক্ষা করছি যোগী আদিত্যনাথ এর বক্তব্য শুনব বলে। যোগী আদিত্যনাথের এই সভাকে কেন্দ্র করে করা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল সমগ্র এলাকা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ রক্ষীরা দখল নিয়েছিলেন মঞ্চ ও আশেপাশের এলাকার। মঞ্চের পাশে তৈরি হেলিপ্যাটে নামতেই উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বক্তব্য দিতে উঠে তিনি বলেন আমার সৌভাগ্য যে এই পবিত্র মাটিতে আমি এসে বক্তব্য দিতে পারছি আমি এই মাটিকে প্রণাম করছি। পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতির জায়গা আর কোচবিহার ভারতীয় মানচিত্রে একটি আলাদা পরিচয় রয়েছে তার ভাষা সৃষ্টি ও কালচারের। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সংস্কৃতির রাজধানী। এখানে রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রমদানন্দ যা আজও গোরখপুরে শ্রদ্ধার সাথে তাকে সবাই সম্মান করে তিনি এই বাংলা থেকেই শুরু করেছিলেন পথ চলা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন একসময় পশ্চিমবঙ্গের রোজগারের জন্য মানুষ আসত আর এখন অর্ধেক মানুষকে তাদের অধিকার দেওয়া হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস প্রসঙ্গে তিনি বলেন - তৃণমূল কংগ্রেসের এই সরকার শুধুমাত্র বাংলাদেশিদের সাহায্য করে তারা নারী শক্তি নারী শক্তি বলে চিৎকার করে কিন্তু গতকাল লোকসভায় নারী শক্তির জন্য যে বিল নিয়ে আসা হয়েছিল তা থেকে তারা হাত তুলে দেন। দেশের মায়েরা- বোনেরা এটা স্বীকার করে নেবে না। মা- মাটি- মানুষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন - মা - কালকে সংসদে দেখে ফেলেছে, মাটি - বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে দিয়েছে আর মানুষ - তাদেরকে ভয়-ভীতি ও গুন্ডামি করছে। কৃষক ফসলের দাম পায় না সাত হাজারেরও বেশি কারখানা বন্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে টাকা এরা যে পাঠান টিএমসির গুন্ডারা আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা তা লুটেপুটে খায়। পশ্চিমবঙ্গের জয় শ্রীরাম বলা যায় না তাহলে টিএমসির গুন্ডারা হামলা করে। ২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশেও এইরকম ছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এখন নো পাঙ্গা উত্তরপ্রদেশের সব চাঙ্গা। মাফিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন উত্তরপ্রদেশ এখন মাফিয়া মুক্ত যদি কেউ মাফিয়া গিরি করতে চায় তাহলে উত্তর প্রদেশ তার উপর বুলডোজার চালিয়ে দিয়ে এক্সপ্রেস হাইওয়ে বানিয়ে দেবে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের অবসরের সময় এসে গেছে আর এটাই শেষ সময় যদি আপনারা এবার সরকার পরিবর্তন না করেন তাহলে এখানে আর সাধারণ মানুষ থাকতে পারবে না। যদি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয় তাহলে বাকি সব পাংচার হয়ে যাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন - দিদি সিংহাসন ছাড়ুন বিজেপি আসছে। এই বাংলা হবে সোনার বাংলা তৃণমূল মুক্ত সোনার বাংলা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সভায় প্রচুর মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যে বিপুল পরিমাণ মানুষের সমাগম হয়েছিল এর আগে কোনদিন মাথাভাঙ্গায় কোন সমাবেশে এত লোক হয়েছে কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে তর্ক। তবে বিজেপির শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত এই মাথাভাঙ্গায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিজেপির বিধানসভার প্রার্থী। তাই এই বিধানসভার গুরুত্ব এই মুহূর্তে একদমই আলাদা আর ঠিক সে কারণেই যোগী আদিত্যনাথের মত বুলডোজার আইকন কে নিয়ে এসে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি।

উন্নত প্রযুক্তিও ধ্বংসলীলা রুখতে ব্যর্থ, হাতানিয়া-দোয়ানিয়া গিলে খাচ্ছে ঘরবাড়ি! ভাঙন রুখতে দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৮ এপ্রিল ঃ কাকদ্বীপের নাদাভাঙার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হাতানিয়া- দোয়ানিয়া নদী। ভাঙন সমস্যা এখানে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কোনওভাবেই এই ভাঙন রোখা যাচ্ছে না। ফলে অসুবিধায় পড়েছেন স্থানীয়রা। বর্তমানে নদীর তীব্র ঢেউয়ের শব্দ ঘুম কেড়ে নেয় কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদাভাঙা এলাকার বাসিন্দাদের। গত ৪০ বছরে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে গ্রামের প্রায় ১ কিলোমিটার এলাকা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কাকদ্বীপ বিধানসভার নাদাভাঙা এলাকার বাসিন্দাদের এখন একটাই জোরাল দাবি, আগে গ্রাম বাঁচান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, নাদাভাঙার ভৌগোলিক পরিধি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। নদী যত এগিয়ে আসছে, ততই মানুষ ঘরবাড়ি ভেঙে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী সুভাষ মান্না ও আনন্দ শিকদারের আক্ষেপ করে বলেন, রাস্তা- ঘাট হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ নদী বাঁধ হয়নি। মাটির বাঁধ দিলেও তা এক বছর টেকে না। তাঁদের দাবি একটাই স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ। এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা পাল্টা দায় চাপিয়েছেন কেন্দ্রের উপর। তিনি জানিয়েছেন, নদী বাঁধ নির্মাণে কেন্দ্র একটা টাকাও দেয় না, যা হয় রাজ্যের নিজস্ব তহবিলে। ওই নদী অত্যন্ত খরস্রোতা হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। তবে আমরা হাল ছাড়িনি, আগামীতে আরও উন্নত প্রযুক্তিতে স্থায়ী সমাধান হবে। যদিও এ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। তারা এই ঘটনাটিকে সদিচ্ছার অভাব বলে জানিয়েছে। এই এলাকার নদী বাঁধ ভাঙনের আরও একটি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে বাংলাদেশী জাহাজ চলাচলের কথা। এখন আগামীতে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকলে।

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED
(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Ltd.)
CIN:L68100WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10 , Kolkata-700001, **India**
Phone : 90384 40761; **Fax:** 033-22420588
Email id- csrdbinfra@rdbindia.com ; **website-** www.rdbindia.com

GOING TOGETHER GROING TOGETHER

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনঃজমা দেওয়ার জন্য বিশেষ সময়সীমা

SEBI-এর ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী, সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের দলিল পুনঃজমা দেওয়া এবং ভৌত সিকিউরিটিজকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিজিটাল) রূপে রূপান্তরের জন্য একটি বিশেষ সময়সীমা খোলা হয়েছে। এই সুযোগটি ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই বিশেষ সময়সীমাটি সেইসব শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা হয়েছিল এবং যা নথিপত্র বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো বা অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল। উল্লিখিত সার্কুলারে সংজ্ঞায়িত প্রযোজ্যতার আওতায় অনুমোদিত ক্ষেত্রগুলোর জন্যই কেবল এই বিশেষ সময়সীমাটি ব্যবহার করা যাবে। শুধুমাত্র সেইসব পূর্ব-জমা দেওয়া আবেদনগুলোই এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং সফল যাচাইকরণের পর, শেয়ারগুলো কেবল ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিজিটাল) রূপেই হস্তান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের মূল শেয়ার সার্টিফিকেট, শেয়ার হস্তান্তরের দলিল , KYC এবং অন্যান্য নির্ধারিত নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের (RTA) কাছে-অর্থাৎ, Niche Technologies Private Limited-এর কাছে-জমা দেন।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে SEBI-এর সার্কুলারটি দেখুন (www.sebi.gov.in) অথবা আমাদের RTA-অর্থাৎ, Niche Technologies Private Limited -এর সাথে তাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, কক্ষ নং ৭এ ও ৭ বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, ভারত।

দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযানঃ শেক্যাবল ইনভেস্টর

বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (IEPFA) তাদের 'দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচার অভিযান'-এর অংশ হিসেবে 'সক্ষম নিবেশক' শীর্ষক একটি উদ্যোগ পুনরায় চালু করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো-নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে-দাবিহীন বা অপরিশোধিত লভ্যাংশ প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা।
কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে, কোম্পানির পক্ষ থেকে সময়োপযোগী ও কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে-এই প্রচার অভিযানের সময়সীমার মধ্যে-তাঁদের KYC বিবরণ, ইমেল ঠিকানা, ব্যাংক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এবং যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ করে নিতে। এর ফলে কোম্পানি ভবিষ্যতে লভ্যাংশের অর্থ সরাসরি প্রকৃত দাবিদারের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে এবং কোনো দাবিহীন অর্থ IEPFA-এর তহবিলে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা এড়ানো সম্ভব হবে।
কোনো জিজ্ঞাসা বা অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হলে, শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির সাথে csrdbinfra@rdbindia.com ঠিকানায় অথবা কোম্পানির RTA-এর সাথে nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বে আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বাক্ষর /-
আমান সিসোদিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৮ এপ্রিল ২০২৬

জামালপুরে অভিষেকের সভা, বিজেপিকে কড়া আক্রমণ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল ঃ বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিন, কিন্তু ভোট দিন জোড়া ফুলে- এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে সিবি মাঠে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন। সভাস্থল সেলিমাবাদের সিবি মাঠে এদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়। আয়োজকদের দাবি, প্রায় ২০-২৫ হাজার মানুষ এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে অভিষেকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বরের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, মেমারির প্রার্থী রাসবিহারী হালদার, সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, জেলা নেতৃত্ব সহ একাধিক তৃণমূল নেতা।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে বলেন, বিজেপি যে টাকা দেয় তা জনগণেরই টাকা। তাই প্রয়োজনে সেই টাকা নিয়ে উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজনীতি হওয়া উচিত কাজের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক ইস্যু তুলে ধরে তিনি নোটবন্দি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, বারবার মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। এবার সেই জবাব দিতে হবে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর নাম উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, দিল্লি থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আমরা কী খাব, কী করব। এই হস্তক্ষেপের জবাব দিতে হবে। জামালপুরের স্থানীয় ইস্যুতেও তিনি জোর দেন। আলু চাষিদের সমস্যার কথা তুলে ধরে বহুমুখী হিমঘর তৈরির আশ্বাস দেন। পাশাপাশি জানান, চাষিদের বকেয়া অর্থ দ্রুত মেটানোর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি দাবি করেন, এলাকায় ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮৭টি রাস্তার কাজ হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীকে 'বহিরাগত' বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক। তাঁর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিক স্থানীয় এবং মানুষের পাশে থাকবেন। তাকে জয়ী করার আবেদন জানান তিনি। এদিনের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ভোটের বাক্স খুললে ওরা যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখে। একই সঙ্গে মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অপমানের জবাব ভোটের মাধ্যমেই দিতে হবে।প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে এদিন জামালপুরের সভাস্থল কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়, যা আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক লড়াইয়ের উত্তাপকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

শাহি ভাষা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মুখে, ৭৫ হাজার লাঠির হুমকি কমিশনের হয়ে?

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ১৮ এপ্রিল ঃ আমার কাছে খবর আছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৭৫ হাজার লাঠি কিনেছে। আমি বলব ওই লাঠি তৃণমূল নেতাদের পিঠে ভাঙুন। তাই বলছি তৃণমূল নেতারা এখনো সাবধান হয়ে যাও। না হলে বিজেপির সরকার গঠনের পর এই পুলিশই উল্টো করে ঝুলিয়ে তোমাদের সোজা করবে। শনিবার ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বীরচন্দ্রপুরে এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এই ধরণের হুমকি সুলভ কুকথার কারণেই বিরোধীরা বলছেন, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের শাসকদল এক। এভাবেই ভোট রাজনীতিতে হুমকি, কুভাষার ফুলঝুরিতে ছড়াছড়ি সেটা বঙ্গবাসী দেখছেন। 'ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়, মাছ কুটলে মুড়ো দিব, গাই বিয়োলে দুধ দিব, দুধ খাবার বাটি দিব।' ভোট ভিক্ষা করতে দাদা ঠাকুরের ভোট ভিক্ষার জন্য রচিত এই ব্যাঙ্গাত্মক কথা আজকের দিনে আশা করা যায় না। তাবলে, উল্টো করে ঝুলিয়ে দেব এমন ভাষা সন্ত্রাস যে মূলত প্ররোচনামূলক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এবার বিজেপিকে ভোট দেওয়ার মজাই আলাদা। বীরভূমের মাটিতে পদ্মফুলের বোতাম টিপবেন, আর ঝটকা লেগে হার্ট অ্যাটাক হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের। একজন মন্ত্রীর এই বাক্যটিও অনেকটাই উস্কানিমূলক বলে মনে করছেন তথ্যভিজ্ঞ মহল। কারণ এখনো এই দুটি প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতবর্ষ সমস্ত রকমের প্রতিবেশীমূলক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুব্রত মণ্ডলকে আক্রমণ করে বলেন, (বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটির আহবায়ক অনুব্রত মণ্ডলকে নাম না করে) দলের একাংশ একজনকে বাঘ বলে সম্বোধন করেন। যারা বিজেপি করেন তাঁরাই আসল বাঘ। কারণ তাঁরা তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে চোখে চোখ রেখে স্রোতের বিপরীতে লড়াই করছেন। যারা স্রোতের উল্টো দিকে নৌকা চালায় তারাই বাপের ব্যাটা। আর যারা এতদিন নিজেদের বাঘ মনে করতেন তারা এখন বেড়ালে পরিণত হয়েছে। তাই নকল বাঘদের দেখে ভয় পাবেন না। ভোটের পর আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদিন সুকান্ত মজুমদারের সভায় উপস্থিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দুধ কুমার মণ্ডল, দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামপদ মণ্ডল।

বেপরোয়া ট্রাক্টরের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত ভাতশালা এলাকায় শনিবার সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃতের নাম রিজু ভৌমিক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও সাইকেল নিয়ে প্রাইভেট টিউশনে গিয়েছিল রিজু। পড়া শেষে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে একটি মাটি বোঝাই বেপরোয়া ট্রাক্টর পিছন থেকে তাকে ধাক্কা মারে। এতে সে রাস্তায় ছিটকে পড়ে এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরটি পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা চালককে ধরে ফেলেন। গুরুতর জখম অবস্থায় রিজুকে দ্রুত কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাদনঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মালদা ডিভিশনে উন্নত সিগন্যালিংয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও গতি বৃদ্ধি করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ দেশজুড়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রেলপথ যখন দেশের জীবনরেখা হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে, সেই প্রেক্ষাপটে পূর্ব রেল আরও নিরাপদ ও কার্যকর ভবিষ্যতের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রযুক্তি ও নিখুঁত পরিকল্পনার সমন্বয়ে নাথনগর ও আখবারনগর স্টেশনের মধ্যবর্তী ছিটি মাকান্দপুরে একটি ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগন্যালিং (IBS) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, পাশাপাশি ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ভাগলপুর (কিউল প্রান্ত) থেকে আখবারনগর পর্যন্ত ডাবল ডিস্ট্যান্স সিগন্যালিং কার্যকর করা হয়েছে। সতর্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বল্পতম ট্রাফিক ব্লকের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেন চলাচলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় থেকেছে এবং সময়ানুবর্তিতাও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের দিকনির্দেশনা এবং মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনীশ কুমার গুপ্তার তত্ত্বাবধানে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যা পূর্ব রেলের আধুনিকীকরণের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে মালদা ডিভিশনের প্রথম IBS কমিশনিং এবং ২০২৬ সালে সামগ্রিকভাবে পঞ্চম উদ্যোগ হিসেবে এটি রেল পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ধারাবাহিক যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বিভিন্ন স্টেশন ও সেকশনে এই পরিবর্তন এখন সুস্পষ্টঃ ভাগলপুর স্টেশনে উন্নত সিগন্যাল বিন্যাস চালু হয়েছে, যা অপারেশনাল নমনীয়তা বৃদ্ধি করেছে এবং নিরাপত্তার পরিসর আরও বিস্তৃত করেছে। নাথনগর স্টেশনে আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা ও আরও নির্ভরযোগ্য ব্লক ওয়ার্কিং সিস্টেম চালু হয়েছে। বাসুদেবপুর স্টেশনে নতুন ইন্টারমিডিয়েট ব্লক সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে উভয় দিকেই ট্রেন নিয়ন্ত্রণ আরও মসৃণ হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলোতে ইন্টারলকড গেট স্টপ সিগন্যাল ও উন্নত ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে, যা রেল ও সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য আরও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করছে। আখবাররনগর স্টেশনে উন্নত সিগন্যালিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচলের পথ সুগম হয়েছে। IBS ও ডাবল ডিস্ট্যান্স সিগন্যালিং চালুর ফলে ট্রেনগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমলেও নিরাপত্তার পরিসর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে লাইন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিলম্ব কমেছে এবং যাত্রা আরও নির্ভরযোগ্য হয়েছে। পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাজি বলেন, এই আধুনিকীকরণ উদ্যোগ আমাদের নিরাপত্তা, সক্ষমতা ও অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। মালদা ডিভিশনে IBS ও ডাবল ডিস্ট্যান্স সিগন্যালিং চালুর ফলে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে, ভিড় কমবে এবং যাত্রীদের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হবে।

মুর্শিদাবাদের ময়দানে দুই বিখ্যাত ক্রিকেটারের 'লড়াই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের রাজনীতির ময়দানে এ যেন ক্রিকেটের দুই মহারথীর লড়াই ! একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য ইউসুফ পাঠান, অন্যদিকে কংগ্রেসের হয়ে মুর্শিদাবাদের ভোট রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'বড়ে মিয়াঁ' মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই 'ধুরন্ধরের' এই লড়াই এবার মুর্শিদাবাদের রাজনীতির ময়দানে নতুন আকর্ষণ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে লোকসভায় পৌঁছে যান বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য, অলরাউন্ডার ইউসুফ পাঠান। তৃণমূল কংগ্রেস দলের 'স্টার ক্যাম্পেনার' হিসেবে ইউসুফ পাঠান মুর্শিদাবাদ ছাড়াও ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কয়েকটি বিধানসভা এলাকায় তাঁকে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে 'রোড শো' এবং জনসভায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ইউসুফ পাঠান যেখানেই গিয়েছেন সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ এবং ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে ইউসুফ পাঠানের 'ঝোড়ো ব্যাটিং'কে জবাব দেওয়ার জন্য শনিবার মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী ময়দানে 'ব্যাট করতে' নামলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন , একদা যার কব্জির মোচড়ে বিখ্যাত বোলারদের বাউন্সারও বাউন্ডারি লাইন পার করে যেত। আজ 'হার' নয় , আজ 'জিত' এর লক্ষ্য নিয়ে শনিবার থেকে মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন প্রাক্তন এই কংগ্রেস সাংসদ। শনিবার সকালে বহরমপুরে হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছান মহম্মদ আজহারউদ্দিন। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। আজ মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ, রাণীনগর এবং মুর্শিদাবাদ বিধানসভা এলাকায় আজহারউদ্দিনের 'রোড শো' করার কথা রয়েছে। মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী প্রচার তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করতে নেমে ইউসুফ পাঠান যেমন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অভিষেক ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করার আবেদন রেখেছেন , তেমনি কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে নেমে সমস্ত ভোটারদের অধীর চৌধুরীর হাত শক্ত করার জন্য তিনি আবেদন করেন আজহারউদ্দিন। তিনি বলেন, ২০১০-১১ সাল নাগাদ আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনী প্রচার করতে এসেছিলাম। এত বছর পর আজ আবার নির্বাচনী প্রচার করতে এসে দেখছি এই জেলার অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নের সিংহভাগ কৃতিত্ব অধীর ভাইয়ের। ভারতীয় ক্রিকেট দল থেকে অবসর নেওয়ার পরও এখনও নিজেকে যথেষ্টই 'ফিট' রেখেছেন আজহারউদ্দিন, যিনি নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শুরুতেই পর পর তিনটে টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি করে গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আজহারউদ্দিন বলেন ,প্রায় ৫-৬ বছর অধীর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। অধীর ভাইও নিজেকে যথেষ্ট ফিট রেখেছেন।

রাজাবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, বিহারের পাচারকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ উত্তর কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় .বড়সড় অস্ত্র পাচারের ছক বানচাল করল কলকাতা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে বিহারের এক যুবক। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক যুবকের সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের। তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৬টি সিঙ্গেল শট আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৪ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ। ধৃতের নাম মহম্মদ সোহেল আখতার ওরফে আরজু। সে বিহারের নালন্দা জেলার বিহার শরীফের বাসিন্দা। তার কাছ থেকে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শহরে কোনও বড়সড় অপরাধের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র আনা হচ্ছিল। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে লালবাজারের গোয়েন্দারা। এই অস্ত্র পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং এর শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের এই তৎপরতা আবারও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

Format C-1
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name and address of candidate : **Susanta Ghosh,** Vill.+P.O.-Nandanpur, P.S.-Khanakul, Dist.-Hooghly, Pin Code No. 712417.
Name of Political Party : **Bharatiya Janata Party.**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election : W.B. Legisletive Assembly, 2026.
*Name of Constituency : 202 - KHANAKUL.
I,SusantaGhosh acandidatefortheabovementionedelection,declareforpublicinformation the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R-626/2020. Khanakul P.S. Case No. 152 dt. 29.06.20. Vill.+P.O.–Khanaku,Dist–Hooghly	Pending	U/S 186/188 IPC Political
2.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R-878/17. Khanakul P.S. Case No. 157 dt. 25.04.17. Vill.+P.O.–Khanakul, Dist–Hooghly	Pending	Under Section- 183/186/353/30F PDPP Act.
3.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 903/23 Khanakul P.S Case No–399/2023 Dt. 11.6.2023	Pending	Under Section-341/323/325/506 IPC political
4.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R.-999/23 Khanakul P.S Case No–447/2023 dt–03.07.2023	Pending	u/s 143/341/323/325/ 506/34 IPC political
5.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 1222/23Khanakul P.S Case No–554/2023 dt.11.08.2023	Pending	u/s 143/447/323/325/326/ 379/504/506/34 IPC political
6.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 1224/23 Khanakul P.S Case No–556/2023 dt.11.08.2023	Pending	u/s 143/341/447/323/325/ 326/506/504/34 IPC political
7.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R.631/24Khanakul P.S Case No–164/2024 Dtd.10.04.2024	Pending	u/s 341/323/506/34 IPC political
8.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 935/24Khanakul PS Case No–244/2024 Dtd.24.05.2024	Pending	u/s 188 IPC political
9.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 1025/24Khanakul P.S Case No–270/2024 dt.08.06.2024	Pending	u/s 341/323/325/326/379/504/506/34 IPC political
10.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R. 770/25Khanakul PS Case No-278/2025 Dt.20.04.2025	Pending	u/s 329(3)/126(2)/115(2)/351(3)/352/79/303(2)/3(5) BNS political

(B) Details about cased of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name of Political Party : **Bharatiya Janata Party.**
Name of Election : W.B. Legisletive Assembly, 2026.
Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	202- Khanakul West Bengal Legisletive Assembly	Susanta Ghosh	Addl. Chief Judicial Magistrate Court Arambagh.G.R. Case No. 626/20 Hooghly. Khanakul P.S. Case No. 152 dt. 29.06.20. Pending	Under Section- 186/188 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	202- Khanakul West Bengal Legisletive Assembly	Susanta Ghosh	Addl. Chief Judicial Magistrate Arambagh G.R. 878/17 Hooghly. Khanakul P.S. Case No. 157 dt. 25.04.17. Pending	Under Section- 183/186/353/30F PDPP Act. Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	202- Khanakul West Bengal Legisletive Assembly	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court G.R. 903/23, Khanakul P.S. Khanakul P.S. Case No – 399/2023 Dt. 11.6.2023, Pending	u/s 341/323/325/506 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
4.	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 999/23, Khanakul P.S Case No – 447/2023 Dt. 03.07.2023, Pending	u/s 143/341/323/325/ 506/34 IPC. Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
5.	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 1222/23, Khanakul P.S Case No – 554/2023 Dt. 11.08.2023, Pending	u/s 143/447/323/325/326/ 379/504/506/34 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
6.	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 1224/23, Khanakul P.S Case No – 556/2023 Dt. 11.08.2023, Pending	u/s 143/341/447/323/325/ 326/506/504/34 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
7.	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 631/24, Khanakul P.S Case No – 164/2024 Dt. 10.04.2024, Pending	u/s 341/323/506/34 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
8..	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 935/24, Khanakul P.S Case No – 244/2024 Dt. 24.05.2024, Pending	u/s 188 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
9..	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 1025/24, Khanakul P.S Case No – 270/2024 Dt. 08.06.2024, Pending	u/s 341/323/325/326/379/ 504/506/34 IPC Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
10..	202- Khanakul West Bengal	Susanta Ghosh	A.C.J.M. Arambagh Court. G.R. 770/25, Khanakul P.S Case No – 278/2025 Dt. 20.04.2025, Pending	u/s 329(3)/126(2)/115(2)/ 351(3)/352/79/303(2)/3(5) BNS Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-1
(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name and address of candidate : **Hemanta Bag, Vill. - Arandi, P.O. - Arandi,P.S. – Arambagh , Dist. - Hooghly W.B. , Pin code : - 712413.**
Name of Political Party : **Bharatiya Janata Party.**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**
*Name of Constituency : **200 Arambagh (S.C)**
I, **Hemanta Bag** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	**Ld. Addl. Magistrate Court, Arambagh, Hooghly**	**G.R-378/21 Arambagh P.S. Case No. 120 dt. 07.04.2021. Dist – Hooghly GR - 458/21**	Pending	**Under Section- 341,323, 354,504,506,34 I.P.C Political**

(B) Details about case of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	**Not applicable**	**Not applicable**	**Not applicable**
2	**Not applicable**	**Not applicable**	**Not applicable**
3	**Not applicable**	**Not applicable**	**Not applicable**

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2
(for political party to publish in website, Newpapers,TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name of Political Party : Bharatiya Janata Party.
Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**
Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of candidate	(a) Pending Crimital Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishm ent imposed	Maximum Punishment Imposed
1	**200 ARAMBAG SC West Bengal Legisletive Assembly.**	**Hemanta Bag**	**Addl. Magistrate Arambagh Court, G.R. Case No. 378/21. ,Hooghly. Arambagh P.S. Case no. 120 dt. 07.04.2021, GR - 458/21, Pending .**	**Under Section- 341,323, 354,504,506,34 I.P.C. Political.**	**Not applicable**	**Not applicable**	**Not applicable**

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

দেশ-বিদেশ

তামিলনাড়ুতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, খাদে পড়ে পর্যটক ভ্যান, নিহত অন্তত ৯, গভীর শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ভারতের স্তুজ্বডড্রটড গজ্বএরুত্ম রাজ্যে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যখন একটি পর্যটকবাহী ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং পাহাড়ি রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক সূত্র অনুযায়ী, ভ্যানটি একাধিক যাত্রী নিয়ে একটি আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে নিচের গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার অভিঘাত ছিল অত্যন্ত তীব্র, যার ফলে ঘটনাস্থলেই বহু মানুষের মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ, দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্গম এলাকা ও খাদের গভীরতার কারণে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরাও উদ্ধার অভিযানে যোগ দিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে সহায়তা করেন। চাক্ষুষ সাক্ষীদের মতে, দুর্ঘটনার আগে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল বলে মনে হয়। তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। যান্ত্রিক ত্রুটি, অতিরিক্ত গতি বা চালকের ভুল-কোনটি এর জন্য দায়ী, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। এই দুর্ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সরু রাস্তা, তীব্র বাঁক, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব-সব মিলিয়ে এমন দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। অতীতে এই অঞ্চলে একাধিক অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে রাস্তা সংস্কার ও নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি উঠেছে বারবার। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহতদের পরিবারকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের ঘোষণাও শীঘ্রই করা হতে পারে। পাশাপাশি, পাহাড়ি রাস্তায় চলাচলের সময় চালকদের সতর্ক থাকার এবং নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল ও মর্গে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের ভিড় দেখা গেছে, যেখানে প্রিয়জনদের খোঁজে উদ্বিগ্ন মানুষজন অপেক্ষা করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনার পেছনে একাধিক কারণ কাজ করে-চালকের ক্লান্তি, দুর্বল রাস্তা পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং সুরক্ষা ব্যারিয়ারের ঘাটতি। তাই ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শক্তিশালী গার্ডরেল এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তদন্ত চলতে থাকায় প্রশাসন গাড়িটির যান্ত্রিক অবস্থা, চালকের অভিজ্ঞতা এবং দুর্ঘটনার সময়ের পরিবেশগত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের বয়ান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল থেকে সমবেদনার বার্তা আসছে এবং দ্রুত সড়ক নিরাপত্তা উন্নত করার দাবি জোরদার হচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য আহতদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদান করা। আবারও এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল-দুর্গম পথের যাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কতটা জরুরি।

এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা আবারও আমাদের সামনে এক কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরেছে- উন্নযন ও যাতায়াতের সুবিধা যতই বাড়ুক না কেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সেই অগ্রগতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একটি সাধারণ যাত্রা মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে মৃত্যুমিছিল হযে উঠতে পারে, এই ঘটনাই তার নির্মম উদাহরণ। পাহাড়ি রাস্তায় চলাচলের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি বহুদিন ধরেই জানা, তবুও প্রয়োজনীয় সতর্কতা, অবকাঠামোগত উন্নতি এবং কঠোর নিয়ম প্রয়োগের অভাব এমন দুর্ঘটনাকে বারবার ঘটতে দিচ্ছে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৯টি প্রাণ ঝরে যাওযা শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয়-প্রতিটি সংখ্যা একটি পরিবার, একটি স্বপ্ন এবং অসংখ্য অমলিন স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। আহতদের সংগ্রাম এবং নিহতদের পরিবারের অসহনীয় শোক আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সড়ক নিরাপত্তা কোনও গৌণ বিষয় নয়, বরং এটি একটি জরুরি জাতীয অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-এর শোকপ্রকাশ শুধু সহানুভূতির প্রতিফলন নয়, বরং এমন ঘটনার গুরুত্বকে জাতীয স্তরে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও বহন করে।

ভারত-রাশিয়া সামরিক চলাচল কাঠামো চূড়ান্ত করল, নতুন কৌশলগত চুক্তিতে সেনা, যুদ্ধজাহাজ ও বিমান বিনিময়ের পথ আরও সুগম

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ নয়াদিল্লি ও মস্কোর মধ্যে সামরিক কর্মী, নৌযান এবং সামরিক বিমানের মোতাযেন ও চলাচল সংক্রান্ত একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো প্রকাশিত হয়েছে, যা দুই দেশের কৌশলগত সমন্বয়ের নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।ইন্ডিয়া ও রাশিয়া-এর মধ্যে এই চুক্তিকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।, এই চুক্তিতে যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ মিশন, বন্দর পরিদর্শন এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময় সামরিক কর্মী, নৌজাহাজ ও বিমান চলাচলের জন্য স্পষ্ট প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য প্রশাসনিক জটিলতা কমানো, সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে কার্যক্ষমতা বাড়ানো। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদ্যোগ তার বহুমুখী প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব বজায় রাখার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী, যেখানে বিমান, নৌ প্ল্যাটফর্ম, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং যৌথ সামরিক মহড়ার মতো ক্ষেত্রে বিস্তৃত সহযোগিতা রয়েছে। নতুন এই চুক্তি সেই সম্পর্ককে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে। সরকারি সূত্র অনুযাযী, এই কাঠামোতে সামরিক সম্পদের চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি নির্ধারণ করা

হয়েছে, যেমন-আগাম নোটিশ, প্রবেশের অনুমতি, নিরাপত্তা সমন্বয় এবং লজিস্টিক ব্যবস্থা। যখন যুদ্ধজাহাজ কোনো বন্দরে ভিড়ে বা সামরিক বিমান নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে অবতরণ করে, তখন এসব নিয়ম অনুসরণ করা হবে। এছাড়াও যৌথ প্রশিক্ষণ বা প্রতিরক্ষা বিনিময কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের চলাচল সহজ করার ব্যবস্থাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক মহড়া ও কার্যক্রম যত বেশি জটিল ও বহুজাতিক হচ্ছে, ততই দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয়ের জন্য এমন সুসংহত প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এই চুক্তি যৌথ মহড়া, মানবিক সহাযতা অভিযান এবং কৌশলগত মোতায়েনে উভয় দেশের জন্য সুবিধাজনক হবে। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে ' সিরিজের যৌথ মহড়া নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা স্থল, সমুদ্র ও আকাশ-তিন ক্ষেত্রেই পরিচালিত হয়। এই মহড়াগুলির লক্ষ্য পারস্পরিক কৌশলগত বোঝাপড়া বৃদ্ধি, সমন্বয় উন্নত করা এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি শক্তিশালী করা। নতুন এই চুক্তি এসব কার্যক্রমকে আরও সহজ ও কার্যকর করবে।নৌ সহযোগিতার ক্ষেত্রেও এই চুক্তির গুরুত্ব রয়েছে। রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ ভারতীয বঃদরে বা ভারতের জাহাজ রাশিয়ার জলসীমায় গেলে এখন স্পষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যা অনিশ্চয়তা কমাবে এবং সমন্বয় বাড়াবে।আকাশপথে সামরিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও এই কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামরিক বিমান চলাচল, প্রশিক্ষণ মিশন এবং যৌথ মহড়ার সময় এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা সংস্থা এবং প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় আরও সহজ হবে। এই চুক্তি কোনো নতুন সামরিক জোট গঠন করছে না, বরং বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিক করছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যত বেশি কার্যকর ও সক্রিয় হচ্ছে, ততই এই ধরনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। দ্রুত মোতায়েন, যৌথ প্রস্তুতি এবং সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার জন্য এ ধরনের কাঠামো অত্যন্ত সহায়ক। সামগ্রিকভাবে, এই চুক্তি প্রযুক্তিগত হলেও এর কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী ভিত্তি দেবে এবং ভবিষ্যতের সহযোগিতাকে আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তুলবে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর এখন নজর থাকবে এর বাস্তবায়নের দিকে। উভয় দেশের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি শিগগিরই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করে এই নতুন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আমেরিকায় নিখোঁজ পরমাণু ও মহাকাশ বিজ্ঞানীরা, নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে তীব্র উদ্বেগ

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল ঃ গত কয়েক বছরে এমন এক রহস্য ঘনীভূত হয়েছে, যা শুধু একটি দেশের নয়, গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯ জন, সম্ভবত ১০ জন বিজ্ঞানী আমেরিকা থেকে রহস্যজনকভাবে ' হয়ে গিয়েছেন বলে দাবি উঠেছে। এই বিজ্ঞানীরা কেউ পরমাণু গবেষণা, কেউ বা মহাকাশবিজ্ঞান-এই ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে ঘটনাটি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বা।াচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে। এই নিখোঁজ বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠছে। কেউ হঠা করে নিখোঁজ হয়েছেন, কেউ আবার অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র-যেমন মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ বা চাবি-কিছুই ছিল না। যেন আচমকাই সবকিছু ছেড়ে তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন অজানার পথে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়তে থাকে প্রশাসনের ওপর। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউস। প্রেস সচিব এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, তিনি এখনও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি। তবে বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে-এত ব। একটি বিষয় এতদিন প্রশাসনের নজরে এল না কীভাবে? নাকি বিষয়টি সম্পর্কে জানার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব ছিল প্রশাসন? অনেকেই মনে করছেন, এই নীরবতা নিছক কাকতালীয় নয়, বরং এর পিছনে থাকতে পারে আরও ব। কোনও কারণ। ঘটনার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল-নিখোঁজ বিজ্ঞানীদের কর্মক্ষেত্র। তাঁদের অনেকেই কাজ করতেন Los Alamos National Laboratory বা Jet Propulsion Laboratory-এর মতো উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন গবেষণা কেন্দ্রে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরমাণু অস্ত্র, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হয়। ফলে এখানকার কোনও তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে তা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনা যদি বিচ্ছিন্নভাবে ঘটত, তাহলে হয়তো এতটা উদ্বেগের কারণ থাকত না। কিন্তু একের পর এক একই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় সঃেদহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এটি কোনও সংগঠিত ষ।যন্ত্রের অংশ হতে পারে। লক্ষ্য হতে পারে সংবেদনশীল গবেষণার তথ্য হাতিয়ে নেওয়া বা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীদের সরিয়ে দেওয়া।

যাঁরা নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি বা।ি থেকে হেঁটে বেরিয়ে আর ফেরেননি। কোনও রকম প্রস্তুতি বা পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। আবার যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয় বা তা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। এই সব দিক মিলিয়ে রহস্য আরও গভীর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে-মার্কিন প্রশাসন কি সত্যিই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি আ।াল করা হচ্ছিল? কারণ, এই ধরনের সংবেদনশীল তথ্য সাধারণত কঠোর নজরদারির আওতায় থাকে। ফলে এতজন বিজ্ঞানীর নিখোঁজ হওয়া বা মৃত্যু-এই ঘটনা প্রশাসনের অগোচরে থেকে যাওয়া অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, যদি সত্যিই এই ঘটনাগুলির পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র থাকে, তাহলে তা শুধু আমেরিকার জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্য উদ্বেগজনক। বিশেষ করে পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য ভুল হাতে চলে গেলে তার প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ। অন্যদিকে, কিছু বিশেষজ্ঞ আবার সতর্ক করে বলছেন, সব ঘটনাকে একসূত্রে গাঁথার আগে নিরপেক্ষ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। নিখোঁজ বা মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনার পেছনে আলাদা কারণও থাকতে পারে। তাই নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, এই ঘটনাগুলি এখন আর শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীর নিখোঁজ হওয়া বা অস্বাভাবিক মৃত্যু-এই বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। এখন সবার নজর ওয়াশিংটন-এর দিকে। প্রশাসন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, কী তথ্য সামনে আনে, তার ওপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি। পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে গবেষকরা শুধু জ্ঞানের পথপ্রদর্শক নন, তাঁরা জাতীয় নিরাপত্তারও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাই প্রতিটি দেশের দায়িত্ব। আর সেই জায়গাতেই যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তা নিঃসঃেদহে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টিসিএস-সংক্রান্ত মামলায় নতুন বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ টিসিএস-সংযুক্ত বিতর্কিত মামলায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, কারণ অভিযুক্ত নিদা খানের পরিবার এক বিস্ফোরক দাবি সামনে এনেছে। তাঁদের অভিযোগ, পুরো ঘটনার আড়ালে একটি বৃহত্তর চক্রান্ত কাজ করছে, যার লক্ষ্য নাসিকের এক স্বঘোষিত ' রক্ষা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের মেয়েকে ইচ্ছাকৃতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। এই দাবি সামনে আসতেই মামলাটি আরও জটিল রূপ নিয়েছে এবং জনমনে নানা প্রশ্ন ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। নিদা খানের বাবা-মা দাবি করেছেন, তদন্তের দিক পরিবর্তন করার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে। তাঁদের মতে, মামলার সঙ্গে যুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আড়াল করতে এবং বিশেষ করে নাসিক-ভিত্তিক ওই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে বাঁচাতে সচেতনভাবে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানো হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি, তবুও তা ইতিমধ্যেই আইনি মহল এবং সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মামলাটি, যা টিসিএস-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত বলে বলা হচ্ছে, শুরু থেকেই নানা মোড় নিয়েছে। নিদা খান এই তদন্তের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও তাঁর পরিবার বারবার দাবি করেছে যে, তিনি নির্দোষ এবং তাঁকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, মামলার প্রকৃত সত্য এখনও সামনে আসেনি এবং তদন্তে পক্ষপাতিত্বের ছাপ স্পষ্ট। সাম্প্রতিক মন্তব্যে নিদা খানের বাবা আরও বলেন, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর অভিযোগ, এই প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্য একটাই-নাসিকের ওই গডম্যানকে আইনি জটিলতা থেকে রক্ষা করা এবং জনমতের নজর নিদা খানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। তিনি প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করা হয় এবং মামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে পক্ষপাতহীনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অন্যদিকে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এখনও পর্যন্ত এই চক্রান্তের অভিযোগ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তদন্ত এখনও চলছে এবং সমস্ত দাবি ও প্রমাণ প্রক্রিয়াগত নিয়ম মেনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁরা সতর্ক করে বলেছেন, অনুমানভিত্তিক বা যাচাইবিহীন তথ্য ছড়ানো হলে তা আইনি প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। এই মামলায় একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের নাম জড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। ভারতে ' বা আধ্যাত্মিক নেতাদের প্রভাব অনেক সময় বিস্তৃত হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তা সামাজিক ও মানসিক স্তরে বড় প্রতিক্রিযা সৃষ্টি করে। তবে আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের অভিযোগ অবশ্যই প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে এবং আদালতের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সত্য উদঘাটন হওয়া উচিত। নিদা খানের পরিবার আরও অভিযোগ করেছে যে, তাঁদের মেয়েকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিডিয়ায় নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁদের মতে, মামলার কিছু নির্দিষ্ট দিককে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে, অথচ গুরুত্বপূর্ণ অন্য তথ্য উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর ফলে জনমনে একটি পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছে, যা বিচারপ্রক্রিয়ার আগেই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে। অন্যদিকে, পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মামলাটি ধীরে ধীরে আরও জটিল হয়ে উঠছে বিভিন্ন পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন দাবি, মিডিয়ার ভূমিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা মতামতের কারণে। এমন পরিস্থিতিতে বাস্তব তথ্য ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে, যাতে তদন্তের স্বচ্ছতা বজায় থাকে। নাসিক-ভিত্তিক ওই গডম্যানকে ঘিরে চক্রান্তের অভিযোগ ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ এ নিয়ে বিভক্ত প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। কেউ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলছেন, আবার কেউ যাচাইবিহীন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সতর্ক করছেন। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রভাব বা চক্রান্তের অভিযোগ থাকা মামলাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়, কারণ এগুলি ক্ষমতা, প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত। তাই এ ধরনের অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে হলে যথাযথ প্রমাণ, সাক্ষ্য এবং আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের ওপর দায়িত্ব আরও বেড়েছে। তদন্তকারীদের এখন এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ না ওঠে এবং প্রতিটি তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়। একইসঙ্গে জনমত ও মিডিয়ার চাপ সামলে আইনি প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে নিদা খানের পরিবার তাদের অবস্থানে অনড় রয়েছে। তারা পুনরায় জোর দিয়ে বলেছে যে, একটি নিরপেক্ষ, নির্ভীক এবং স্বচ্ছ তদন্তই একমাত্র পথ যা এই মামলার প্রকৃত সত্য সামনে আনতে পারে। তাঁদের এই বক্তব্যের ফলে মামলাটি আবারও জনচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে, টিসিএস-সংক্রান্ত এই মামলাটি এখন শুধুমাত্র একটি আইনি লড়াই নয়, বরং এটি ন্যায়বিচার, প্রভাব এবং সামাজিক বিশ্বাসের একটি বড় পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। আগামী দিনে তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় এবং অভিযোগগুলির সত্যতা কতটা প্রমাণিত হয়, তার দিকেই এখন সবার নজর।

নববর্ষের প্রথম দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের রথের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের প্রাক্তন বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, ছিলেন ভক্তি সু ন্দর জ্যোতি গোস্বামী মহারাজ ও সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। এদিন ফতেপুরে (শিবানীপুর) ১৫০টি ঢাঁক বাজিয়ে গোষ্ঠ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ বাবু।

যাত্রা শুধু গন্তব্য নয়, প্রতিশ্রুতি-ইস্টার্ন রেলওয়ে

কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ স্টিলের রেললাইনের উপর ছুটে চলা ট্রেনের ছন্দের মতোই যেন ছড়িয়ে পড়ল পরিচ্ছন্নতার বার্তা। ইস্টান রেল-এর উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে পালন করা হয় স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছ রেল অভিযানের তৃতীয় দিন। এক মাসব্যাপী এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গোটা পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতার বার্তা ছড়িযে দেন ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যরা। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই-স্টেশন, ট্রেন এবং রেল পরিবেশকে আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করে তোলা। আসানসোল জেলায় এই কর্মসূচি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোট ২৫ জন স্কাউট, গাইড, রোভার ও রেঞ্জার একসঙ্গে যোগ দেন সচেতনতা অভিযানে। তারা ১৮১৮৪ Buxar-Tatanagar Express এবং ৬৩৫১৮ Asansol-Barddhaman Passenger-এর কোচে কোচে ঘুরে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়ান। প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার করা এবং রেললাইনে আবর্জনা না ফেলার বার্তা তারা সরাসরি যাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যাত্রীদের মন ছুঁয়ে যায় এবং অনেকেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

NAME CHANGE

I, Susmita Dhara (Old Name) D/o.-Ganesh Chandra Senapati R/o. Vill.&P.O.- Jasora, P.S.-Panskura, Dist-Purba Medinipur WB, have changed my name & shall henceforth be known as Susmita Senapati (New Name),vide an Affidavit Sl. No. 5947, dated 17.03.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Tamluk, Purba Medinipur. That, Susmita Dhara (Old Name) & Susmita Senapati (New Name) are the same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Abdullah son of Md. Shamsul Alam Mondal, R/O, Bhagabatibazar, P.O.& P.S. Illambazar, Dist. Birbhum do hereby declare that I have changed my name from Mohammad Abdullah to Md Abdullah Mondal and henceforth I shall be known as Md Abdullah Mondal in all purpose Vide Affidavit No. 3362 sworn before the Notary Public at Bolpur on 18.04.2026. Md Abdullah Mondal and Mohammad Abdullah both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md Murteja, S / O- Md Riyajuddin গ্রামঃ হরিপুর, পোঃ রাজারামপুর, থানাঃ লালগোলা, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। পূর্বে আমি দেহরি পাড়াদগাছাইয়া, গ্রামঃ বাকিয়া, অঞ্চল সামিলি, জেলাঃ কাটিহার ৮৫৪১০৪ এর বাসিন্দা। আমার আসল নাম Md Murteja, S / O- Md Riyajuddin যা আধার এবং প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোটার কার্ডে আমার নাম Murteja Ali S / O- Md Riyajuddin নথিভুক্ত রয়েছে। ০১.০৪.২০২৬ তারিখ মুর্শিদাবাদের লালবাগ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৫২৩৯ নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Murteja Murteja Ali এক ও অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Ahammad Sekh, S / O Late Baizid Sekh গ্রামঃ হরিণডুবা, পোঃ বনমহুরাপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার আসল নাম Ahammad Sekh, S / O Late Baizid Sekh, যা প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আমার এবং বাবার ডাক নাম Ahammad Hasan, S / O Late Baijid, যা বীরভূমের স্টেট ব্যাংকের রাজগ্রাম শাখায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০২.০৬.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ahammad Sekh, S / O Late Baizid Sekh and Ahammad Hasan, S / O Late Baijid এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Abbasuddin Sk, S / O Alauddin Sekh, গ্রামঃ কনকপুর, পোঃ ভীমপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Abbasuddin Sk, S / O Alauddin Sekh যা ভোটার কার্ড এবং জন্ম সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত রয়েছে। রেশন কার্ডে আমার Abbasuddin Sekh, S / O Alauddin Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। আধার এবং প্যান কার্ডে আমার নাম Kalu Ram, S / O Rajveer নথিভুক্ত রয়েছে। ১০.০৪.২০২৪ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abbasuddin Sk, S / O Alauddin Sekh, Abbasuddin Sekh, S / O Alauddin Sekh Kalu Ram, S / O Rajveer এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

'সোসাল মিডিয়াতেই বাম' কটাক্ষকে অস্ত্র, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের পাশে চাইছেন দীপ্সিতা ধর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ভোটবাক্সে বামেদের দুর্বল উপস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যায়, বামেরা এখন শুধু সোশাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ। তবে সেই কটাক্ষকেই এবার প্রচারের হাতিয়ার করতে চাইছে সিপিএম। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন কৌশল নিয়েছেন দমদম উত্তর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তিনি সরাসরি কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের পাশে চাইছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন জ্বলন্ত ইস্যু তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচনের প্রচারে সব রাজনৈতিক দল যখন মাঠে নেমেছে, তখন বামেরাও নিজেদের মতো করে নতুন পথ খুঁজছে। প্রার্থীরা যেমন ভোটারদের কাছে পৌঁছচ্ছেন, তেমনই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় উপস্থিতি বা।িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছে লালপার্টি। এই লক্ষ্যেই প্রার্থীদের ব্যক্তিগত পেজ থেকেও নিয়মিত পোস্ট ও ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে, যেখানে এলাকার সমস্যাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের কথাও জানানো হচ্ছে। এই আবহেই সম্প্রতি দীপ্সিতা ধরের সোশাল মিডিয়া পেজে একটি পোস্ট নজর কাড়ে। সেখানে সরাসরি আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁকে জেতাতে চাইলে সোশাল মিডিয়ায় লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। পোস্টে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, দমদম উত্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রিল, ভিডিও বা পোস্টার তৈরি করতে হবে এবং তা নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করতে হবে। পাশাপাশি সেই কনটেন্টের সঙ্গে প্রার্থীর পেজে কোলাবোরেশনের অনুরোধ পাঠানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে অনেকেই অভিনব প্রচার কৌশল হিসেবে দেখছেন। কমেন্ট বক্সে বহু মানুষ এই ভাবনাকে সমর্থনও জানিয়েছেন। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, সোশাল মিডিয়ায় এই সক্রিয়তা কি ভোটবাক্সে ফল দেবে? দীর্ঘদিনের শূন্যতা কাটিয়ে বামেরা কি ফের জনসমর্থন ফিরে পাবে? সেই উত্তর মিলবে ভোটের ফল প্রকাশের দিনই।

ভোটের সময় বাড়ে রমরমা, প্রচারে ঐতিহ্যবাহী ধামসা মাদলের ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ জঙ্গলমহলে ভোটের প্রচার মানেই ধামসা মাদল। এই বাজনার

আওয়াজ গম্ভীর! সেই কারণে দারুণ একটা প্রচারের বাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। নির্বাচনের সময় সেই কারণেই একটু বাড়ে এই ব্যবসা। ধামসা মাদল তৈরির ব্যবসা! মুখ্যমন্ত্রী যখন আসেন তখন এই ধামসা মাদলের তালেই কোমর দোলান। কলকাতা থেকে যখন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ঘুরতে আসেন তখন, আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী নৃত্য দেখতে খুব ভালবাসেন বহু মানুষ। সেই নৃত্য হয় ধামসা মাদলের সহযোগে। ধামসা আদিবাসী এক বাদ্যযন্ত্র! কিন্তু জানলে অবাক হবেন একটা ধামসা তৈরি করতে কত স্ট্রাগেল! ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া থেকে নিয়ে আসা হয় ড্রাম পাত। সেই ড্রাম পাত দিয়ে তৈরি হয় ধামসার কাঠামো। ভারতীয় লোক-তালযন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। শিশুকাঠ বা লোহার চারির মুখে ছাউনী তৈরি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই ঝাউনিতে কোনও গাব বা খিরন ব্যবহার করা হয় না। মোটা কাঠের দণ্ড দিয়ে আঘাত করে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজান হয়। এই যন্ত্রের ধ্বনি গম্ভীর। আদিবাসিরা একসময় রণবাদ্যে বা দূরাঞ্চলে সঙ্কেত পাঠানোর জন্য ব্যবহার করতেন। মূলতঃ ছৌ নাচ ঝুমুরের সঙ্গে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ঝুমুর অঞ্চলের বীররসের গানে, পুজোয়, সামাজিক বড় বড় পার্বণে এই যন্ত্র বাজন হয়। গ্রামের ফেলে দেওয়া ড্রামের পাত থেকেই তৈরি হওয়া ধামসা এখন শুধুই একটি বাদ্যযন্ত্র নয়, নির্বাচনের মরশুমে তা হয়ে ওঠে এক বিশেষ ব্যবসার মাধ্যম। মাঝারি আকারের একটি ড্রামের পাত থেকে সাধারণত দুটি ধামসার কাঠামো তৈরি করা যায়। শিল্পীরা চাকুলিয়া অঞ্চল থেকে প্রতিটি ড্রামের পাত ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে কিনে আনেন। তারপর সেই পাতকে ঠুকে, কেটে ও আকার দিয়ে ধামসার কাঠামো বানিয়ে ছাউনি বসিয়ে প্রস্তুত করা হয় চূড়ান্ত পণ্য। সাধারণ সময়ে এই ব্যবসায় লাভ খুব বেশি না হলেও, নির্বাচনের সময় চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিক্রিও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। ১৩০০ টাকায় কেনা একটি ড্রামের পাত থেকে তৈরি ধামসার জোড়া সাধারণত ১৮০০ টাকায় বিক্রি করতে হয়। কিন্তু ভোটের আবহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারে ধামসা-মাদলের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বাজারে চাহিদা বাড়ে, ফলে শিল্পীদের হাতে কিছুটা বাড়তি আয়ের সুযোগ আসে। শুধু নির্মাতারাই নয়, যারা এই বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাদেরও এই সময় কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

১০ টাকা ! ১০ টাকা !! ১০ টাকা !!! - সেলের বাজার চলে গেলেও দাম ১০ টাকাই রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখে সৃজনী (নাম পরিবর্তিত) যাচ্ছে হাওড়া স্টেশনে। বন্ধু অর্পিতা (নাম পরিবর্তিত) আসছে ব্যান্ডেল থেকে লোকাল ট্রেনে। হাওড়া স্টেশনে ওকে রিসিভ করে দুজনে যাবে বিভিন্ন গয়নার দোকানে হালখাতা করতে। বাবা - মায়ের বিভিন্ন গয়না ব্যবসায়ীপ্রেরিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করার দায়িত্ব দুই মেয়েকে দিয়েছে। এতে দুজনেই যারপরনাই উল্লসিত। দিনভর স্বাধীনতা, দোকানে দোকানে ঘুরে কোল্ড ড্রিংকস আর সন্দেশ খাওয়া - সঙ্গে উপহার তো আছেই। আর ফাঁকতালে শপিং মলে বা রেস্তোরাঁতে কিছুটা যদি কন্টিনেন্টালের স্বাদ পাওয়া যায়। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে সৃজনীর প্রায় দেড়টা বেজে গেলো। অর্পিতার ট্রেন হাওড়ায় ঢুকবে প্রায় ২টো নাগাদ। সৃজনী খোঁজাখুঁজি করে টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটবে বলে। ৫০ টাকার নোট কাউন্টারে দেওয়ায় কাউন্টার থেকে ১০ টাকা খুচরো চাইলো কারণ প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম মোটে ১০ টাকা। সৃজনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সে কী! প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়েনি? কাউন্টার থেকে উত্তর এলো, না ম্যাডাম, দীর্ঘদিন ধরে প্ল্যাটফর্ম টিকিট ১০ টাকাই রয়েছে। অর্পিতাকে রিসিভ করার পরে সৃজনী বললো, জানিস, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম এখনো ১০ টাকাই আছে। উত্তরে অর্পিতা বলে, তুই একটা আস্ত বোকা। সেলের বাজার চলে গেলো বলে ভাবছিস প্ল্যাটফর্ম টিকিটেরও দাম বাড়বে!! আরে, বহুবছর ধরে পূর্বরেল প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম ১০ টাকাতেই বেঁধে রেখেছে যাতে তোর আমার মতো সবাই খুব সহজেই প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে পারে। তাসত্ত্বেও কিছু লোক এই সামান্য টাকাটুকু ব্যয় করে না এবং প্ল্যাটফর্মে অযথা ভিড় বাড়ায়। ভাবুন একবার, প্ল্যাটফর্মের sanctity অর্থাৎ বিশুদ্ধতা কিন্তু নষ্ট হচ্ছে অবাঞ্ছিত লোকেদের প্রবেশ থেকে। অনেকেই আছেন বিনা কারণে প্ল্যাটফর্মের হাওয়া খেতে বা বেঞ্চে বসে সান্ধমজলিশের উদ্দেশ্যে রেল প্ল্যাটফর্মের ভিড় বাড়িয়ে থাকেন। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটা তো দুর অস্ত, যত্রতত্র চায়ের ভাঁড়, খাদ্যসামগ্রীর র‍্যাপার ছড়িয়ে দেন, পরিবেশকে করেন কলুষিত এবং যাত্রীদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ান। এই প্রসঙ্গে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, রেলওয়ে আশা করে যে, বৈধ টিকিটধারী যাত্রী ছাড়া বাকিরা কেবলমাত্র প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটেই রেল স্টেশনে প্রবেশ করবেন। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম মোটে ১০ টাকাই রযেছে। একইসঙ্গে সুস্থ পরিবেশ ও ভবিষ্যত উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে সমাজের সকলেই এগিয়ে আসুন রেল পরিসরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার উদ্দেশ্যে।

২০২৫-২৬ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সিমেন্ট পরিবহনে দ্রুত বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৮ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ রেলওয়ে দ্বারা সিমেন্ট কার্গো পরিবহন এবং তার টার্মিনালসমূহে সিমেন্ট সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিং-এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। সিমেন্ট পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন হয়েছে যা ২০২৪-২৫ সালে ৯.০৫ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ সালে ৯.৭৬ মিলিয়ন টন হয়েছে। পণ্য লোডিং-এর ক্ষেত্রে, সিমেন্টে ১৫২.৭ শতাংশ -এর এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। এই সাফল্যগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো বিকাশে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির মধ্যে একটি, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবার একটি সিমেন্ট রেক সফলভাবে আনলোড করা। গুয়াহাটির নিকটবর্তী স্টার সিমেন্ট সাইডিং থেকে লোড করা এই রেকটি, নবনির্মিত ভৈরবী-সাইরাং রেলপথে চলাচলকারী প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন, যা আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থায় এক বিশাল অগ্রগতির সূচনা করেছে। সিমেন্ট পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে

আরও মজবুত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে নাগাল্যান্ডের মলভম রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবারের মতো একটি সিমেন্ট রেক আনলোড করার মাইলফলক অর্জন করেছে। এই রেকটিতে ৪১টি ওয়াগন ছিল, যেখানে মেসার্স মাই হোম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, তেলেঙ্গানা থেকে সিমেন্ট বোঝাই করা হয়েছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে তেতেলিয়াস্থিত ব্যস্ত 'স্টার সিমেন্ট সাইডিং'-এ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ চালিত তার প্রথম মালবাহী ট্রেনটিও চালু করেছে উল্লেখ্য যে, এই সাইডিংটি ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০টি রেক হ্যান্ডেল করেছিল। আরেকটি যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে, সিমেন্ট বোঝাই প্রথম পণ্যবাহী ট্রেনটিকে ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে আগরতলার নিকটবর্তী নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে সফলভাবে পৌঁছানো হয়। তেতেলিয়ায় অবস্থিত স্টার সিমেন্ট সাইডিং থেকে প্রেরিত কনসাইনমেন্ট 'আগরতলা-আখাউড়া নতুন রেল লিঙ্ক প্রকল্প'-এর অধীনে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা করেছে, যা ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহণ সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

আবারও খড়গপুর আইআইটি-তে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ আবারও আইআইটি খড়গপুরে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। মৃত পড়ুয়ার নাম জয়বীর সিং দোড়িয়া। বছর একুশের ওই পড়ুযার মেনুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। থাকতেন আইআইটি খড়গপুরের নেহেরু হলে। শনিবার সকালে নেহেরু হলের নিচ থেকেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইআইটি খড়গপুরের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক অনুমান, পাঁচতলা নেহেরু হলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই পড়ুয়া। তাঁর বাড়ি গুজরাতের আহমেদাবাদের ভোপাল থানা এলাকায় বলে আইআইটি সূত্রে জানা গেছে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আইআইটি খড়গপুরে। গত ১৬ মাসে এই নিয়ে আইআইটি খড়গপুরের ৮ জন পড়ুয়া ও গবেষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। তার মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ক্যাম্পাসের মধ্যেই। তাঁদের মধ্যে ৫ জনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সর্বশেষ গত ডিসেম্বরে এক পড়ুয়ার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছিল ক্যাম্পাস সংলগ্ন হিজলির রেললাইন থেকে। নেহরু হল থেকে কী ভাবে তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী হলে গিয়েছিলেন, সেখানে ছাদেই বা উঠলেন কী ভাবে, সেই সব দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। নেহরু হল থেকে কখন ওই ছাত্র বেরিয়েছিলেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। ২০২৫ সালে খড়গপুর আইআইটির সাত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের ঝুলন্ত দেহ মিলেছিল। ওই বছর ১২ জানুয়ারি শোয়ান মালিক, ২১ এপ্রিল অনিকেত ওয়ালকর, ৪ মে মহম্মদ আসিফ কামার, ১৮ জুলাই ঋতম মণ্ডল, ২২ জুলাই চন্দ্রদ্বীপ পাওয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর হর্ষকুমার পাণ্ডে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। গত ৭ ডিসেম্বর খড়গপুরের পুরি রেলগেট থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভট্টরাম শরণ কুমারের দেহ। ট্রেনে কাটা পড়েছিলেন তিনি। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। পাশাপাশি মৃত ছাত্রের পরিজনকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

ভোটের মুখে সিপিআইএম-এ যোগ ৪০০ পরিবারের, রাতারাতি পার্টি অফিসের দখল নিল বামেরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে প্রথম দফায় বিধানসভা নির্বাচন। এক সপ্তাহ বাকি নেই মুর্শিদাবাদে নির্বাচনের পর্ব। ভোট প্রচারে ব্যস্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল। আর বিধানসভা ভোটের মুখে উলটপূরাণ। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে তৃণমূলে ভাঙন। তৃণমূল ছেড়ে কয়েকশো পরিবার বামফ্রন্টে যোগদানের পাশাপাশি হাতছাড়া হল দলীয় কার্যালয়। ডোমকল পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস সিপিআইএম কর্মী ও সমর্থকরা দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে এলাকায় চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল মুর্শিদাবাদ জেলার রাজ্য রাজনীতিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডোমকলের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি বাবু মালিথার নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ পরিবার তৃণমূল ত্যাগ করে সিপিআইএমে যোগ দেয়। দলবদলু কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তারা শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছিলেন না। যোগদানের পরপরই এলাকায় শক্তি প্রদর্শন করেন বাম সমর্থকরা। অভিযোগ, মিছিল করে গিয়ে তৃণমূলের ওই পার্টি অফিসে নিজেদের দলীয় পতাকা লাগিয়ে পার্টি অফিসের দখল নেয় বাম সমর্থকরা। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের সংগঠন কার্যত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগে এই বিশাল দলবদল ও কার্যালয় হাতছাড়া হওয়া ডোমকলের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তৃণমূলের জন্য ধাক্কা। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকারের দাবি, ভয় দেখিয়ে বা জোরপূর্বক এই দখলদারি চালান হয়েছে। নির্বাচনের আগেই বামেরা সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে। অন্যদিকে, বাম শিবিরের দাবি, মানুষ তৃণমূলের ওপর আস্থা হারিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লালঝাণ্ডার তলায় আসছেন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। তবে একটা সময়ে বামেদের আঁতুরঘর ছিল এই ডোমকল। সেই ডোমকলে পুনরায় অক্সিজেন ফিরে পাচ্ছে এ বছর বিধানসভা নির্বাচনে বাম কর্মীরা।

নবদ্বীপে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৮ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শনিবার সকালে নদীয়ার নবদ্বীপ বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তের দিকে নজরে আসে এক মহিলার মৃতদেহ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানা ও রেল পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শনিবার সকালে নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ। তাঁরা গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, মহিলার ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় একটি দেশি মদের দোকান রয়েছে। তার পাশেই জঙ্গলে এদিন সকালে মহিলার দেহটি দেখতে পাওয়া যায়। তারপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। স্থানীয়দের দাবি, মৃতা স্থানীয় নন।

পোলিং বুথের চারপাশে সাদা চক দিয়ে বুথের ১০০ মিটার ঘিরে দেওয়ার পরিকল্পনা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ পোলিং বুথের চারপাশে এবার লক্ষ্মণ গণ্ডি! সাদা চক দিয়ে বুথের ১০০ মিটার ঘিরে দেওয়ার পরিকল্পনা কমিশনের। এই অংশে ভোটার ছাড়া আর কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। সাদা চক দিয়ে বুথের ১০০ মিটার বরাবর কেটে দেওয়া হবে এই লক্ষ্মণ রেখা। ভোটারের নথি যাচাইয়ে এই অংশের বাইরেই থাকবেন বুথ লেভেল অফিসাররা। বুথের ১০০ মিটার সম্পর্কে যাতে ভোটার-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের অবস্থান স্পষ্ট থাকে সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলেই কমিশন সূত্রে খবর। এর পাশাপাশি ভোটে আরও কড়া কমিশন। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে ফুটেজ পেতে এবার সেই ক্যামেরাগুলি নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের কন্ট্রোলরুমে এবার সেই ক্যামেরাগুলির নিয়ন্ত্রণ থাকছে। কোথাও কোনও গন্ডগোল বা কোথাও কোনও অভিযোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্যামেরার ফুটেজ থেকে চিহ্নিত করবে কমিশন। সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকাগুলিতে অবস্থিত সমস্ত রকমের সরকারি সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে কমিশন। প্রথম দফার ভোটে একযোগে সব সিসিটিভিতে নজরদারি করবে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর। আচরণ বিধি নিয়েও এবার কড়া ভূমিকায় নির্বাচন কমিশন। ভোটের সময় কোন কোন আচরণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে? সেই বিষয়ে এবার বিজ্ঞাপন দিয়ে সতর্ক করার পরিকল্পনা কমিশনের। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশদে বিজ্ঞাপন দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের আইনে কোন অপরাধে কী শাস্তি? কোনটা জামিন অযোগ্য? ভোটাররা কোথায় ভোট দিলেন তা জানতে চাওয়ার চেষ্টা হলে কি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে? নির্বাচন কমিশনের আইন এবং তার জন্য কী শাস্তি রয়েছে ? উল্লেখ করে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেবে নির্বাচন কমিশন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে সচেতনতার প্রচার চালানোর নির্দেশ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ ডেঙ্গু প্রতিরোধে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে বলে জানিয়ে রাজ্য সরকার রাজ্যের সব সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। বিদ্যালয়, শিক্ষা দপ্তর থেকে সব জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাঠানো এক নির্দেশিকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে ব্যাপক হারে সচেতনতার প্রচার চালানোর কথা বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। সাত দফা নির্দেশিকায় পড়ুযাদের ডেঙ্গুর লক্ষণ বুঝতে তাদেরকে কমিউনিটি কর্মসূচিতে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার পরে কতটা কাজ হলো ৭ দিনের মধ্যে জেলা শিক্ষা দপ্তরে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খানাকুলে পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া নজরদারিতে নেমেছে আরামবাগ পুলিশ প্রশাসন। শনিবার খানাকুলের বরখানতলা এলাকায় হঠাৎ তল্লাশি চালায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ শব্দবাজি তৈরির কাজ চলছিল। সেই সূত্রেই অভিযান চালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, খানাকুল থানার ওসি সমীর মুখার্জি-সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও অভিযানে অংশ নেন। এদিন পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি অবৈধ বাজি তৈরি বা মজুত না করার জন্য কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। কোথাও নিষিদ্ধ বাজি লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ড্রোন ক্যামেরারও ব্যবহার করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল খানাকুলে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে একাধিক দফায় তল্লাশি ও নজরদারি চলছে। অন্যদিকে, নির্বাচনের প্রাক্কালে হুগলি-পশ্চিম মেদিনীপুর সীমান্তে নাকা চেকিং চলাকালীন উদ্ধার হল নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর সামগ্রী। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ খানাকুল এলাকায় বিশেষ নজরদারি দলের চেকিং চলাকালীন একটি ওয়াগনার গাড়ি বর্ধমান দিক থেকে আরামবাগ হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। তল্লাশির সময় গাড়ির পিছনে রাখা একটি সুটকেস থেকে নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর জিনিসপত্র উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রশাসনের এই তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে ভোটের পরেও মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বড় পদক্ষেপ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ ২৩ এপ্রিল ভোট শেষেও এই জেলা থেকে যাবে না কেন্দ্রীয় বাহিনী! কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করবে এরা! কেন এই কড়াকড়ি জানেন? কারাই বা কেন্দ্রীয় জওয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করবে? ২৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলায় ভোট। তবে ভোট পরবর্তী হিংসা থামাতে ভোটের পরেও আরও অনেকদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী জলপাইগুড়ি জেলায় থাকবেন। ভোটারদের এই বার্তা দিলেন জেলার সাত বিধানসভা কেন্দ্রের ফোর্স কো- অর্ডিনেটর সন্তোষ কুমার। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল বা ভোটারদের হুমকি বরদাস্ত করা হবে না। জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক সন্দীপ ঘোষ, পুলিশ সুপার অমরনাথ কে এবং ফোর্স কো- অর্ডিনেটর সন্তোষ কুমার যৌথভাবে সাংবাদিক বৈঠকে জানান, অভিযোগ পেলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবারই প্রথম নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আলাদাভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ফোর্স কো- অর্ডিনেটরকে। গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট, এমনকি অগ্নিসংযোগ ও ইভিএম ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা জেলার মানুষের মনে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই সেসব ঘটনা রুখতে এবারে বাড়তি সতর্ক নির্বাচন কমিশন। এই বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭১৯৭৯৮ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা রয়েছে ৮৭২৭৯৯ জন, মহিলা ভোটার রয়েছেন ৮৪৬৯৮৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে প্রায় ১৫ জন। জেলায় সহায়ক বুথ মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ২ হাজার ৪১ টি। জেলায় ৬৫ টি এমন বুথ আছে যেখানে ২ জি নেটওয়ার্ক কাজ করে। সেখানে লাইভ ক্যামেরা কাজ না করলে সি সি ক্যামেরা বসানো হবে। যার মধ্যে প্রায় ১৭০ টি স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত। জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানিয়েছেন, প্রতিটি বুথে ও আশেপাশে কড়া সিসিটিভি নজরদারি থাকবে। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের আগে মোবাইল জমা দিয়ে টোকেন নিয়ে ভোট দেওয়ার নির্দেশও জারি হয়েছে। আপাতত জেলায় ৪৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে এসেছে। ভোটের আগে মোট ১১৬ কোম্পানি আসবে। মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নাকা চেকিংয়ের সময়। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে টহল দিচ্ছে পুলিশ। আসন্ন বিধানসভাকে সামনে রেখে 'ভয় নয় ভরসা রেখে ভোট দিন' এই কড়া বার্তাই দিচ্ছে প্রশাসন।

হাওড়া ও চণ্ডিগড়ের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামাল দিতে, রেলওয়ে হাওড়া ও চণ্ডিগড়ের মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪৫১৪ চণ্ডিগড়- হাওড়া বিশেষ ট্রেনটি ১৮.০৪.২০২৬, ২২.০৪.২০২৬ এবং ২৭.০৪.২০২৬ তারিখে চণ্ডিগড় থেকে ২৩.৪৫ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০৬.৩০ ঘটিকায় হাওড়ায় পৌঁছাবে এবং ০৪৫১৩ হাওড়া- চণ্ডিগড় বিশেষ ট্রেনটি ২০.০৪.২০২৬, ২৪.০৪.২০২৬ এবং ২৯.০৪.২০২৬ তারিখে হাওড়া থেকে ০৮.৫০ ঘটিকায় ছেড়ে পরের দিন ১৯.২০ ঘটিকায় চণ্ডিগড়ে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর এবং আসানসোল স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বগির ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

Format C-1

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal cases

[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : **Biman Ghosh, Vill. - Teligram, P.O. - Kumursa,P.S. - Goghat, Dist. - Hooghly W.B. , Pin code : - 712616.**

Name of Political Party : (Independent candidates should write "Independent" here) **Bharatiya Janata Party.**

Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**

*Name of Constituency : **199 - Pursurah. A.C**

I, **Biman Ghosh** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R-458/19 Goghat P.S. Case No. 125 dt. 03.05.2019. Vill. + P.O. – Gogaht, Dist. – Hooghly	Pending	Under Section- 171(B), 431, 323, 325, 307, 427, 506,34 I.P.C. 123(2),(a)(b)(ii) P.P.ACT Political
2.	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly	G.R-454/20 Goghat P.S. Case No. 125 dt. 03.05.2019.Vill. + P.O. –Gogaht, Dist. – Hooghly	Pending	Under Section- 143,341,323,325, 435,427,34.I.P.C. Political

(B) Details about case of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3	Not applicable	Not applicable	Not applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2

(for political party to publish in website, Newpapers,TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name of Political Party : Bharatiya Janata Party.

Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**

Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of candidate	(a) Pending Crimital Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	199 -Pursurah. A.C West Bengal Legisletive Assembly.	Biman Ghosh	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly.	Under Section- 171(B),431,323, 325, 307,427,506, 34. I.P.C. 123(2),(a) (b)(ii) P.P.ACT Political.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2.	199 - Pursurah. A.C West Bengal Legisletive Assembly.	Biman Ghosh	Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate Court, Arambagh, Hooghly.	Under Section- 143,341,323, 325,435,427,34. I.P.C. Political	Not applicable	Not applicable	Not applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-1

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal cases

[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : Prasanta Digar, Vill - Selampur P.O.-Selampur, P.S.- Goghat, Dist.-Hooghly, Pin Code No. 712122.

Name of Political Party (Independent candidates should write "Independent" here) : **Bharatiya Janata Party.**

Name of Election : W.B. Legisletive Assembly, 2026.

*Name of Constituency : 201- Goghat S.C.

I, Biman Ghosh a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	2nd J.M. Arambagh Court, Arambagh, Hooghly	Goghat P.S. Case No. 330/19 dt. 16.11.2019. G.R – 1448/19	Pending	Under Section: 341/323/325/326/34 I.P.C. Political

(B) Details about cased of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

Format C-2

(for candidate to publish in Newpapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name of Political Party : **Bharatiya Janata Party.**

Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2021.**

Name of State / UT : West Bengal.

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases		(b) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	201- Goghat S.C. West Bengal Legisletive Assembly.	PRASANTA DIGAR	2nd J.M. Arambagh Court, Arambagh, Hooghly. GR-- 1448/19 Pending	Under Section- 341/323/325/ 326/34 I.P.C Political.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 19th April 2026	Sona Wheel Honda Showroom, Baramansingh, Shivmandir-Darjeeling, Siliguri-734011	1:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন **dspim.com/IAP** এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন **dspim.com/IEID.** ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে ভাড়া বিতর্ক ১২০০ টিকিট বেড়ে ৯৩০০, তীব্র জনরোষ

১৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন ফিফা বিশ্ব কাপ ২০২৬ ঘিরে নতুন করে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যেখানে একটি ট্রেন টিকিটের ভাড়া ১২০০ থেকে বেড়ে প্রায় ৯৩০০ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই বিশ্বজুড়ে ফুটবল সমর্থক, ভ্রমণকারী এবং ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। প্রাথমিকভাবে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া তথ্য অনুযাযী, বিশ্বকাপ চলাকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলরুটে এই ভাড়া বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই রুটটি আয়োজক শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হচ্ছে, ফলে ম্যাচ দেখতে আসা লক্ষ লক্ষ দর্শকের জন্য এটি প্রধান পরিবহন মাধ্যমগুলোর একটি হতে পারে। যদিও এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে এই ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি, তবুও বিভিন্ন স্ক্রিনশট ও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

বিশ্বকাপের মতো বিশাল ক্রীড়া আসরে যাতাযাত ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক চাপ পড়ে। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে বিমান, হোটেল এবং কখনও কখনও রেল পরিষেবাতেও চাহিদা-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ চালু করা হয়। তবে এই ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রায় আট গুণ বৃদ্ধি হওয়া তা নিয়ে নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।অনেক পরিবহন বিশেষজ্ঞের মতে, বড় ইভেন্ট চলাকালীন ভাড়া কিছুটা বাড়া স্বাভাবিক হলেও, এত বড় অঙ্কের বৃদ্ধি সাধারণ যাত্রীদের জন্য গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। কারণ

রেল পরিষেবা সাধারণত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ দর্শকদের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি ফ্যানদের অংশগ্রহণের সুযোগকে সীমিত করে দিতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী লিখেছেন যে বিশ্বকাপ হলো একটি বৈশ্বিক উৎসব, যেখানে সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু এই ধরনের উচ্চমূল্য নির্ধারণ সেই মূল দর্শনকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে। কেউ কেউ একে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ বলেও উল্লেখ করেছেন। ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলোও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, যদি চাহিদাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ চালু করা হয়, তবে তার একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত, যাতে তা অতিরিক্ত লাভের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে। তারা স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিচ্ছে, বিশেষ করে যখন বিষয়টি গণপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। পরিবহন কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। তবে পরিবহন খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্টের সময় টিকিটের দাম সাধারণত চাহিদা, নিরাপত্তা ব্যয়, পরিচালন খরচ এবং যাত্রী প্রবাহের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। তবুও তারা স্বীকার করছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সঠিক তথ্য প্রদান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, না হলে জনরোষ তৈরি হয়। এই বিতর্ক আবারও একটি পুরনো প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে-বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেংট কি সত্যিই সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, নাকি তা ধীরে ধীরে শুধুমাত্র আর্থিকভাবে সক্ষম মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে? আয়োজক দেশগুলোর জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যেখানে অর্থনৈতিক লাভ এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। অতীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেংটেও একই ধরনের বিতর্ক দেখা গেছে। হোটেলের ভাড়া, বিমানের টিকিট এবং স্থানীয় পরিবহন খরচ অনেক সময় হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ দর্শকদের জন্য খেলা দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে ট্রেন ভাড়ার এই অভিযোগটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রেল সাধারণত সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও গণমাধ্যমিক পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই অভিযোগ সত্যি হয়, তবে এটি কেবল একটি মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা নয়, বরং একটি নীতিগত প্রশ্নও তৈরি করবে। কারণ গণপরিবহন ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে এমন একটি সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয় একটি ক্রীড়া উসব উদযাপনের জন্য। অনেক সমর্থক ইতিমধ্যেই দাবি তুলেছেন যে আয়োজক কর্তৃপক্ষের উচিত ফ্যান ট্রাভেল পাস বা ভর্তুকিযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সাধারণ দর্শকরাও সহজে ম্যাচ দেখতে যাতায়াত করতে পারেন। এই ধরনের প্রস্তাব আগেও বিভিন্ন ইভেন্টে আলোচিত হয়েছে, তবে বাস্তবায়ন সীমিত ছিল।এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এই ভাড়া বৃদ্ধির তথ্য কতটা সত্য এবং এর পেছনে আসল নীতি কী। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত বিভ্রান্তি ও বিতর্ক চলতে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে এই ভাড়া বিতর্ক একটি নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে-যেখানে খেলাধুলার আনন্দ, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, আয়োজকরা কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেন এবং বিশ্বকাপকে সত্যিই সবার জন্য উসব হিসেবে বজায় রাখতে সক্ষম হন কিনা।

আইপিএল ২০২৬-এ কেকেআরের বোলিং শক্তির প্রশংসায় অজিঙ্কা রাহানে

দলীয় ছন্দে বাড়ছে আত্মবিশ্বাস

মুম্বাই, ১৮ এপ্রিল ঃ চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুরন্ত পারফরম্যান্সের মাঝেই নতুন করে আলোচনার কেংদ্রে উঠে এলেন ভারতীয় অভিজ্ঞ ব্যাটার অজিঙ্কা রাহানে। কেকেআরের বোলিং ইউনিটকে নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক প্রশংসা ইতিমধ্যেই ক্রিকেট মহল ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শান্ত, সংযত ও বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্যের জন্য পরিচিত রাহানে এবার সরাসরি কেকেআরের বোলিং শক্তিকে দলের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের পর তাঁর এই মন্তব্য সামনে আসে, যেখানে কে কে আর-এর বোলাররা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেয়। সেই ম্যাচে গতি, বৈচিত্র্য এবং নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে কেকেআরের বোলিং আক্রমণ প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপকে কার্যত আটকে দেয়। ম্যাচটি যেমন দলের জয়ের খাতায় আরেকটি সংযোজন করে, তেমনই রাহানের মন্তব্য সেটিকে নতুন মাত্রা দেয়। রাহানে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটারদের আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে যতই আলোচনা হোক না কেন, আসলে দীর্ঘ টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল সুশৃঙ্খল বোলিং। তাঁর মতে, কেকেআরের বোলাররা শুধু রান আটকানোতেই নয়, ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেও অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্য ওভারগুলোতে তারা যে চাপ তৈরি করছে, তা প্রতিপক্ষকে বড় রান তুলতে বাধা দিচ্ছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, রাহানের এই মন্তব্যের গুরুত্ব আলাদা। দীর্ঘ এক দশকের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, বিদেশের কঠিন কন্ডিশনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা-সব মিলিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে কেকেআরের বোলিং ইউনিট নিয়ে তাঁর এই মূল্যায়নকে নিছক প্রশংসা নয়, বরং একটি গভীর বিশ্লেষণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এই মরশুমে কেকেআরের বোলিং বিভাগ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে তাদের বহুমুখী দক্ষতার জন্য। পাওয়ারপ্লে-তে বোলাররা নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেন্থ বজায় রেখে প্রতিপক্ষকে বড় শট খেলতে বাধা দিচ্ছে। অন্যদিকে, মধ্য ওভারগুলোতে স্পিন ও ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ডেথ ওভারেও বোলাররা ইযর্কার ও স্লো ডেলিভারির নিখুঁত প্রয়োগ করে রান আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা দলের জয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা

নিচ্ছে। রাহানের মন্তব্যের পর কেকেআরের দলগত সংস্কৃতি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে দলটি এখন ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের চেয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর বেশি জোর দিচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে যেখানে প্রায়ই বড় নামের ব্যাটাররা শিরোনাম দখল করে নেন, সেখানে বোলারদের এই স্বীকৃতি দলগত ভারসাম্যের দিকেই ইঙ্গিত করে। সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেকেআর ভক্তরা রাহানের প্রশংসাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং দলের বোলারদের বিভিন্ন ম্যাচজয়ী স্পেলের কথা তুলে ধরেছেন। অনেকেই বলেছেন, বাইরের কোনও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কাছ থেকে এই ধরনের স্বীকৃতি পাওয়া দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেয়। আইপিএল ২০২৬-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড হিসেবেও বিষয়টি উঠে এসেছে-যেখানে বোলাররা ক্রমশ ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন। পিচের বৈচিত্র্য, কন্ডিশনের পরিবর্তন এবং কৌশলগত পরিকল্পনার কারণে এখন শুধুমাত্র বড় স্কোর করলেই জয় নিশ্চিত হচ্ছে না। বরং নির্দিষ্ট সময়ে উইকেট নেওয়া এবং রান আটকে রাখার ক্ষমতাই দলকে এগিয়ে রাখছে। কেকেআরের ক্ষেত্রে এই দিকটি আরও স্পষ্ট। দলটি এই মরশুমে কৌশলগত শৃঙ্খলা বজায় রেখে খেলছে। প্রতিটি বোলার নিজের ভূমিকা স্পষ্টভাবে জানে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। চাপের মুহূর্তেও তারা একে অপরকে সমর্থন করছে, যা একটি সফল দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাহানের মন্তব্যে এই ধারাবাহিকতা এবং দলগত সমন্বয়ের বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। তাঁর মতে, শুধুমাত্র এক-দুজন তারকা বোলারের উপর নির্ভর না করে পুরো ইউনিট হিসেবে কাজ করাই কেকেআরের আসল শক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিই দলকে প্রতিটি ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানে রাখছে। আগামী দিনে কেকেআরের সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে এই বোলিং ইউনিটকে একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। টুর্নামেন্ট যত এগোবে, চাপও তত বাড়বে। সেই চাপের মধ্যে নিজেদের পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই কেকেআর প্লে-অফের দিকে আরও এগিযে যেতে পারবে। রাহানের মন্তব্য এই পুরো আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে প্রায়ই ব্যাটিংকেই প্রধান আকর্ষণ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে তাঁর মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের বোলিংকে গুরুত্ব দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে ক্রিকেটের মৌলিক ভিত্তি- শৃঙ্খলা, কৌশল এবং দলগত সমন্বয়-আজও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সব মিলিয়ে, কেকেআরের এই মরশুম শুধুমাত্র জয়ের ধারায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার গল্প। আর সেই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে তাদের শক্তিশালী বোলিং ইউনিট, যা ইতিমধ্যেই ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়েছে।

আইপিএলের উত্তেজনার মাঝেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে হতাশা-প্রথম টি-টোয়েন্টি তে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ভারতীয় মহিলা দলের

১৮ এপ্রিল ঃ প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হতাশাজনক পারফরম্যান্স করল ভারতীয় মহিলা ক্রিরকেট দল। সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচেই সাউছ আফ্রিকা মহিলা দলের কাছে পরাজিত হয়ে শুরুটা ভালো করতে পারল না ভারতীয় দল। ম্যাচটি ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সংযত ও পরিকল্পিত পারফরম্যান্সই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দেয়। ম্যাচের শুরুতে ভারতীয় দল টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়, উদ্দেশ্য ছিল বড় স্কোর তুলে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করা। পিচও ব্যাটিংয়ের পক্ষে সহায়ক ছিল, তবে সেই সুবিধা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় ভারতের টপ অর্ডার। পাওয়ারপ্লে-তেই দ্রুত উইকেট পড়ে যাওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যায় দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা শুরু থেকেই নিখুঁত লাইন ও লেন্থ বজায় রেখে রান তোলার গতি আটকে দেন। ভারতের ওপেনাররা বড় রান করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাঝের সারির ব্যাটারদের ওপর দায়িত্ব পড়ে ইনিংস গড়ার। তারা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়তে থাকায় বড় পার্টনারশিপ গড়ে ওঠেনি। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে যেখানে দ্রুত রান তোলা এবং দীর্ঘ জুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ভারতের ব্যাটিং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডিংও ছিল প্রশংসনীয়। তারা মাঠে দ্রুত গতিতে বল থামিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ নিয়েছে এবং রান বাঁচিয়ে ভারতীয় ব্যাটারদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে ভারতের ইনিংস একটি মাঝারি মানের স্কোরেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা প্রতিপক্ষের জন্য খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠেনি। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা শুরু

থেকেই ধৈর্য ও কৌশলের পরিচয় দেয়। ওপেনাররা সতর্কভাবে ইনিংস শুরু করে, ঝুঁকি কম নিয়ে উইকেট না হারানোর দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ধীরে ধীরে সেট হয়ে গেলে তারা স্ট্রাইক রোটেশন বাড়ায় এবং খারাপ বলগুলো কাজে লাগিয়ে রান বাড়াতে থাকে। ভারতীয় বোলাররা মাঝের ওভারগুলোতে কিছুটা চাপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে তারা। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা সেই চাপের মুখেও বিচলিত হয়নি। তারা ধৈর্য ধরে খেলে এবং প্রয়োজেনীয় সময়ে আক্রমণাত্মক শট নিয়ে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে নেয়। এই ম্যাচের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পার্টনারশিপ গড়ার ক্ষমতা। তারা ছোট ছোট জুটি গড়ে চাপ সামাল দিয়েছে এবং ধীরে ধীরে ম্যাচের নিযন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয় দল সেই জায়গায় পিছিয়ে পড়েছে, যা শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই পরাজয়ের মূল কারণ হল বড় পার্টনারশিপের অভাব। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ম্যাচের গতি দ্রুত বদলে যায় এবং সেই পরিস্থিতিতে স্থিরতা বজায় রেখে জুটি গড়ে তোলাই সাফল্যের চাবিকাঠি। দক্ষিণ আফ্রিকা সেই দিক থেকে অনেক বেশি সংগঠিত ও পরিণত দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। ভারতের জন্য এই ম্যাচ একটি সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। দলের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু সেই প্রতিভাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে আরও সামঞ্জস্য আনতে হবে। বিশেষ করে টপ অর্ডারের ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা আনা জরুরি। এই পরাজয়ের ফলে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যাবে, যা পরবর্তী ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, ভারতীয় দল এখন ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জের মুখে। সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও ছিল মিশ্র। দক্ষিণ আফ্রিকার ভক্তরা দলের জয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও ভারতীয় সমর্থকরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে অনেকেই আশাবাদী যে পরবর্তী ম্যাচে ভারতীয় দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। আগামী ম্যাচে ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়া। ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন, কৌশলগত উন্নতি এবং বোলিংয়ে আরও ধার আনা-এই বিষযগুলোতে নজর দিতে হবে দলকে। বিশেষ করে চাপের মুহূর্তে স্থিরতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা চাইবে এই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। তারা ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে সঠিক পরিকল্পনা ও দলগত সমন্বয় থাকলে যে কোনও পরিস্থিতিতে ম্যাচ জেতা সম্ভব। সব মিলিযে, সিরিজের প্রথম ম্যাচেই উত্তেজনার পারদ চড়েছে। এখন দেখার বিষয়, ভারতীয় মহিলা দল কীভাবে এই চাপ সামলে ঘুরে দাঁড়ায় এবং সিরিজে সমতা ফেরাতে পারে কিনা। ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পরবর্তী ম্যাচের জন্য, যেখানে দুই দলের মধ্যে আরও একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে।

শ্রেয়স থেকে গিল, নাইটদের ‘বাতিল একাদশই জিততে পারে আইপিএল! দলে আর কারা?

১৮ এপ্রিল ঃকেকেআর ছোঁ দিলেই সুপারহিট। এ যেন প্লেয়ারদের জন্য দেওয়াললিখন হয়ে গিয়েছে। সঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার যাদব থেকে হালের শ্রেয়স আইয়ার বা সাকিব হুসেন। নাইটদের জার্সি ছেড়ে ভাগ্য বদলেছে। তাঁদের পারফর্ম করতে দেখে ম্যানেজমেন্টের উপর ক্ষুব্ধ অনেক কেকেআর-ভক্ত। রইল নাইট 'বাতিল'দের একাদশ। যে দল অনায়াসে আইপিএল জিততে পারে। ক্রিস গেল- ওপেনিংয়ে সবার আগে নাম আসবে ক্রিস্টোফার হেনরি গিলের। ২০০৯-১০ মরশুম, দু'বছর খেলেছেন। পারফর্ম করতে পারেননি। করেন মাত্র ১৭১ রান। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে সুযোগ পান। বাকিটা ইতিহাস। ২০১১ সালে ১২ ম্যাচে ৬০৮ রান করেন। সর্বোচ্চ ১৭৫ রান আজও আইপিএলে রেকর্ড। ফিল সল্ট- সুনীল নারিনের সঙ্গে ইংরেজ ব্যাটার ফিল সল্ট। ২০২৪-এ নাইটদের ওপেনিং জুটি ছিল যে কোনও দলের কাছে আতঙ্কের। কেকেআরের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে গেছিলেন সল্ট। উইকেটকিপার হিসেবেও একাধিক ম্যাচের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন। নাইট ম্যানেজমেন্ট তাঁকে ধরে রাখেনি। পরের বছরই আরসিবি'কে চ্যাম্পিয়ন করেন। শুভমান গিল- ভারতীয় ক্রিকেটের 'প্রিন্স'। গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক। মাথায় উঠেছে কমলা টুপিও।

আইএসএল ২০২৬-এ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কঠিন ম্যাচে ওড়িশা এফসিকে রুখে দিল মহমেডান এসসি, পয়েন্ট ভাগাভাগি

১৮ এপ্রিল ঃ চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এর এক উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর ড্র করল মহমেডান ওড়িষা এফসি নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দলই গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। ম্যাচটি ছিল কৌশল, ধৈর্য এবং চাপ সামলানোর দক্ষতার এক দারুণ প্রদর্শনী, যেখানে দুই দলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা যায়নি। ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই সমর্থকদের মধ্যে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। মোহামেডান এসসি এই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট টেবিলের অবস্থান শক্ত করতে মাঠে নামে, অন্যদিকে ওড়িশা এফসি লক্ষ্য রাখে বল দখল ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের মাধ্যমে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখা। দুই দলের কৌশলগত ভিন্নতা ম্যাচটিকে শুরু থেকেই আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথম মিনিট থেকেই ওড়িশা এফসি বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে। মাঝমাঠে তারা দ্রুত পাসিং এবং ধারাবাহিক আক্রমণের মাধ্যমে মোহামেডানের রক্ষণভাগে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের উইং প্লে ও আক্রমণাত্মক মুভমেন্দ কয়েকবার বিপদ তৈরি করলেও মহমেডানের ডিফেন্সিভ লাইন ছিল অত্যন্ত সংগঠিত। প্রতিটি আক্রমণ তারা সময়মতো ব্লক করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ট্যাকল দিয়ে বিপদ দূর করে। মহমেডান এসসি শুরুতে কিছুটা রক্ষণাত্মক অবস্থান নিলেও ধীরে ধীরে তারা খেলায় ফেরে। তাদের পরিকল্পনা ছিল দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকের মাধ্যমে সুযোগ তৈরি করা। মাঝমাঠ থেকে লম্বা পাস এবং প্রতিপক্ষের ডিফেন্সের ফাঁক কাজে লাগানোর চেষ্টা করে তারা। যদিও প্রথমার্ধে খুব বেশি সুযোগ তৈরি হয়নি, তবুও তাদের এই কৌশল ওড়িশাকে সতর্ক থাকতে বাধ্য করে। প্রথমার্ধে দুই দলই কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও কেউই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। ওড়িশা এফসি বল দখলে এগিয়ে থাকলেও শেষ মুহূর্তে ফিনিশিংয়ের অভাব তাদের ভোগায়। অন্যদিকে মোহামেডান এসসি রক্ষণভাগে দৃঢ় থাকলেও আক্রমণে ধারালো হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে বিরতিতে ম্যাচ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি আরও বেড়ে যায়। ওড়িশা এফসি আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায় এবং উচ্চ প্রেসিং শুরু করে। তারা প্রতিপক্ষের অর্ধে বেশি সময় কাটাতে থাকে এবং একাধিক সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শট নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভুলতার অভাব এবং মহমেডান গোলরক্ষকের অসাধারণ সেভ তাদের গোল থেকে বঞ্চিত করে। মোহামেডান এসসি এই সময়ে আরও সংগঠিতভাবে কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করে। তাদের মিডফিল্ডাররা দ্রুত বল সামনে নিয়ে যায় এবং ফরোয়ার্ডরা ফাঁকা জায়গা খুঁজে আক্রমণ সাজায়। একাধিকবার তারা বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছালেও ওড়িশার ডিফেন্স শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিশেষ করে ওড়িশার সেন্টার ব্যাকরা গুরুত্বপূর্ণ ব্লক ও ক্লিযারেন্স করে দলকে ম্যাচে ধরে রাখে। ম্যাচের শেষ দিকে দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ওড়িশা এফসি ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে, অন্যদিকে মহমেডান এসসি প্রতিআক্রমণে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। স্টেডিয়ামের পরিবেশ তখন ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচের ফল পরিবর্তন হতে পারত। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো দলই গোল করতে পারেনি। নির্ধারিত সময় শেষে ম্যাচ গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয়। ফলাফলটি ম্যাচের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও দুই দলের জন্যই আলাদা অনুভূতি নিয়ে আসে। ওড়িশা এফসি ম্যাচে বল দখল ও আক্রমণে আধিপত্য দেখালেও তাদের ফিনিশিং দুর্বলতা আবারও সামনে চলে আসে। কোচিং স্টাফের জন্য এটি একটি বড় চিন্তার বিষয়, কারণ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ থাকার পরও জয় না পাওয়া দলের পয়েন্ট টেবিলের অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যদিকে মহমেডান এসসি এই ম্যাচ থেকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরবে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষণভাগে যে দৃঢ়তা তারা দেখিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে চাপের মধ্যে শান্ত থেকে খেলা এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ডিফেন্সিভ ডিসিপ্লিন বজায় রাখা তাদের বড় শক্তি হিসেবে সামনে এসেছে। সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও ছিল মিশ্র। ওড়িশা এফসি সমর্থকরা তাদের দলের আক্রমণাত্মক খেলা দেখেও গোল না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে মহমেডান এসসি সমর্থকরা দলের লড়াকু মনোভাব ও ডিফেন্সিভ পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই ফলাফল আইএসএল ২০২৬-এ পয়েন্ট টেবিলের লড়াইকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে।

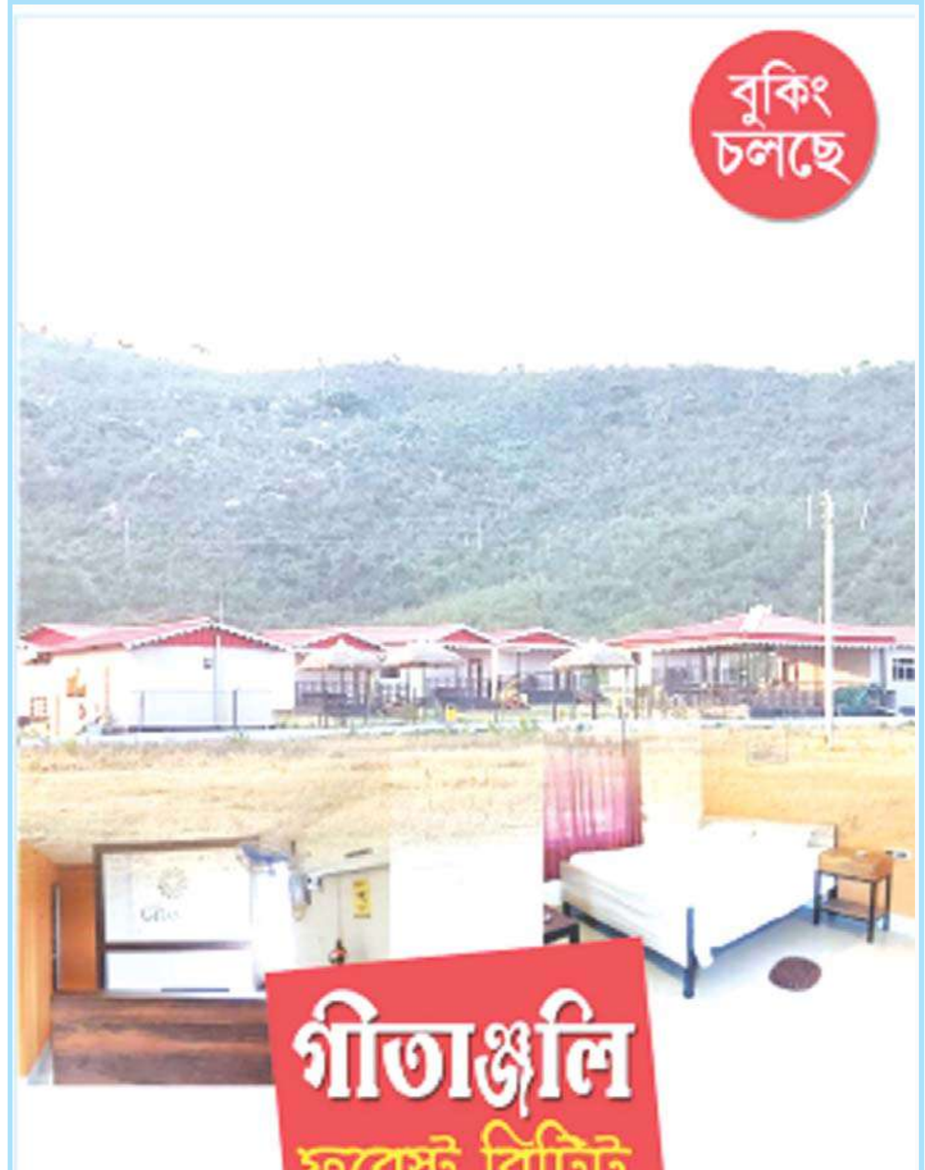

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com